বৃষ্টির মেঘ

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক

আকাদমিআ

কলকাতা ৭০০ ০০৯

BRISTIR MEGH

A collection of Bengali Poems

by

Rabi Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৮২

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুন, ২০১০

কপিরাইট ঃ রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়
স্বস্ত্যয়ন
নতুনচটি, বাঁকুড়া

মুদ্রক ঃ অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়
টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৪০

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

প্রথম সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আনুকূল্যে

মূল্য ঃ আশি টাকা

উৎসর্গ

অমূল্যরতন গঙ্গোপাধ্যায়

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

ভালবাসায় অভিমানে	১৯৭৬ (প্রথম মুদ্রণ)
কবিতার কাছাকাছি একা	১৯৮১
বৃষ্টির মেঘ	১৯৮২
কোজাগর	১৯৮৪
আরশি টাওয়ার	১৯৮৯
মা	২০০৩
পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে	২০০৮
উৎফুল্ল গোধূলি	২০০৮
কয়েক টুকরো	২০১০
প্রাচীন পদাবলী	২০১০

বৃষ্টির মেঘ

বৃষ্টির মেঘ তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ উনিশ শ বিরাশির নভেম্বরে। পরিবেশক ঃ আকাদমিআ, কলকাতা। প্রচ্ছদ ঃ শুভাপ্রসন্ন। প্রকাশক ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। গ্রন্থটিতে একানব্বইটি কবিতা আছে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভালবাসায় অভিমানে' এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কবিতার কাছাকাছি একা'য় যে একটি নিরবচ্ছিন্ন মরমী সুরের আবহ ছিল এখানে একটু ভিন্ন স্বর শুনতে পাই। মায়িক আর্তি ছাপিয়ে নিতান্তই দৃষ্ট এবং নির্দিষ্ট জগৎ ও তার চারপাশের ধুলোবালিগুলি অকপট ছত্রস্তবকগুলিতে পরিস্ফুট হয়েছে। জীবনের কাহিনীহীন গল্প সংক্ষিপ্ত অথচ সমূহ ছন্দে শ্বাসে চিত্ররূপায়িত হয়েছে। প্রকৃতি, দেশ, সমাজ, রাজনীতি, মানুষ, অবক্ষয়, ঈর্ষা, নীচতা, অবিবেক, ইতরতা এক আলোছায়াময় সন্ধিতে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। আঘাত, অশ্রু, কৌতুকের মিশ্র কলাবৃত্তে পাঠককে প্ররোচিত করে বিনিদ্রবেদন এক প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে নিরাময়ে নিয়ে যেতে।

☐ ক্ষমায় ঘৃণায় অপ্রেমে ও প্রেমের ভিতর
স্বপ্নে জাগরণে দিবস বিভাবরী
আত্মঘাতী অন্বেষণে হন্যে হলাম
আর কি তেমন এই আঘাতে বাজতে পারি!

এই অন্বেষণ আত্মঘাতী নামে আঁকলেও তা আত্মনিবেদনেরই আর্তি। এই অন্বেষণের অবগাহনের মধ্যে নিরন্তর প্রাণের, চৈতন্যের নিমজ্জন ঘটেছে। জীবনকথা মৃত্যুকথা বস্তুসীমা অতিক্রম করে অগাধ অফুরাণ সংকেতকীর্ণ আর এক মানুষের কথা বলেছে।

☐ এ পৃথিবী একবার পায় তারে : একজন বার বার দুচোখের জলে

☐ ওই কবি
কথা বলতে বলতে হাঁটছেন।
দৃষ্টির সম্পাতে তাঁর সুগন্ধ পুষ্পের কুঁড়ি মুকুলিত হচ্ছে পৃথিবীতে।

☐ আমি কি এসব নয় তবে কি আমার পরিচয়
অন্য কোনো কিছু আমি নিজেই জানি না
আমার সম্পূর্ণ পরিচয়
কোথাও এসেছি ফেলে বহুদিন বিস্মৃত স্মৃতির অন্ধকারে!

☐ আমি তার নামে ভাসাই জীর্ণ ভেলা।

☐ অন্ধকার মুচড়ে এলে প্রার্থনার রক্ত লাল ডালে।

☐ আমার মাটির স্বপ্নে রেখে যাব আশ্চর্য প্রণামী।

এগুলি অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার সমাধানে অর্থবহ হয়ে ওঠে—নির্ভার হয়ে ওঠে জীবন।

বৃষ্টির মেঘ

তবে কি আমার যন্ত্রণা শেষ হবে?
তবে কি সূর্য আনবে নতুন দিন?
আমার রক্তে লিখিত শপথ কবে
ভাঙবে দেয়াল দিকদিগন্তহীন।

কতো দেরি কতো দেরি আর? জিজ্ঞাসা—
নিরুপদ্রুত মৌন মিছিল আসে
কতো দেরি কতো দেরি? এই মূক ভাষা
পাঁজর গুঁড়িয়ে ভেঙে যায় চারপাশে।

এখনো পেশীতে ধনুকের বাঁধা ছিলা
এখনো রক্তে নির্যাতনের দ্রোহ
এখনো সজাগ নদী নিচু মেঘ টিলা
এখনো বেদনা টান টান অহরহ।

তবে কি বৃষ্টি আসবে এ মেঘ তারই
তাই এত হাওয়া অভিমান এতো ভারি।

একটি রাত্রির প্রতি

এই রাত্রি কোথা ছিল কত লক্ষ বছর প্রাচীন
ধ্বংসের ভিতরে কোন ধ্বংসের ভিতর থেকে বিধ্বস্ত শরীরে
আমার চোখের সামনে এত লোভাতুর!
এই রাত্রে আলো নেই এই রাত্রে আমার এ ঘরে
আলো নেই, শুধুমাত্র একটি শুভ্র মোমবাতির শিখা
শুধুমাত্র জীবনের শুভ্রতম পিপাসার শিখা
শুধুমাত্র অসম্ভব ইচ্ছাদের অগ্নিমুখী শিখা
অনির্বাণ দগ্ধ হয় দগ্ধ হয় দগ্ধ হয়ে যায়
হে নির্মম ধ্বংসরাত্রি, তাহলে? তাহলে?

আজ আমার ঘুম আসবে অনেক অনেক রাত হলে

যখন সমস্ত তারা আমার গ্রামের বুকে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্ন চোখে কেঁপে উঠবে, অশ্বত্থের বুকে অন্ধকারে
পেঁচা তার সঙ্গিনীকে ডেকে ডেকে সারা হয়ে চুপ করবে আর
অনেক অনেক দূরে অন্ধকারে দুটি চোখে ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার
মুকুলিত অশ্রুবিন্দু মুক্তার মতন যাবে ঝরে!

হে রাত্রি, তাহলে তুমি ফিরে যেও, যদি প্রয়োজন
যদি প্রয়োজন হয় ডাক দেব সেই দিন প্রচণ্ড চিৎকারে।

এই গল্প

এই গল্প কাহিনীবিহীন।
শুধু দিন শুধু রাত দিন
খুবই সহজ শান্ত নিচু
গোয়েন্দা ছিল না এর পিছু
দুটি হাতে রক্তস্ফীত শিরা
অস্থিরতা ব্যথার পাখিরা
খুব শান্ত অগ্নিময় নীল
বেদনায় আনত নিখিল
চোখে দশটি দিগন্তের ছায়া
এ গল্পে করেছে আসা যাওয়া
শুধু দিন শুধু রাত দিন
এই গল্প কাহিনীবিহীন।

দিনযাপন

আমার জীবন যাপনময় তোমার মুখে চিহ্ন
প্রতিশ্রুতি ছিল না তবু হয়েছে শতচ্ছিন্ন
নষ্ট ন'টে ভ্রষ্ট দিন সমস্ত বুক নিঃস্ব
পালাচ্ছে হাত মুচড়ে স্মৃতি স্মৃতির ভিতর দৃশ্য
কাতর মেঘ পড়েছে নুয়ে কোথায় হবে বৃষ্টি

রাতের শরীর অন্ধকার হোঁচট খায় দৃষ্টি
ঝরেছে অনবরত পাতা করতলের ভিক্ষা
ভেঙেছে বড় কষ্টে প্রিয় আমার এ প্রতীক্ষা
আবুক নীল অত্যাচার, ঝরেছে হাতে রক্ত
আমার জীবনযাপনময়, বেদনা অবিভক্ত।

অনাত্মজীবনী

হাত পা কাটবে বুক ছড়বে ধূর্ত কালশিটে
ফেলবে ছায়া
গভীর চোখের কোলে, তোবড়ানো তিরিশ থ্যাঁতা মুখে
দাঁড়াবো তোমার সামনে একবার টাল সামলে
অপমানময়
যেন স্নায়ুপীড়াবহ ছোট গল্প, কিছুতেই না প'ড়ে
পারবে না।

স্বপ্নের ভিতরে আমি বহুদিন অসতর্ক দেখেছি তোমাকে
যেন পা ফেলার শব্দ
সুপ্ত তটভূমিলীন যেন উচ্চারণ বৃষ্টিময়
প্রণতিমুদ্রার মতো ছেলেবেলা অভিভূত আলোড়ন যেন
সমস্ত আকাশ মুচড়ে অনাস্থা প্রস্তাব অভিশাপ।

ব্যক্তি স্বাধীনতা আর বিপ্লব ও তুলনামূলক ধর্ম নিয়ে
বয়ঃসন্ধির যুবা আত্মহত্যা করেছে কখন
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়
কেন যে এসব কথা বলব না বলব না ক'রে
ব'লে ফেলি! জানো
বত্রিশ বছর আমি গড়িয়ে চলেছি এই
জটিলতাময় জীবনের
তাপিত কপোল বেয়ে বেয়ে।

প্রবাসে দৈবের বশে

এখানে দৈবের বশে, কলকাতায়, কল্লোলিনী তিলোত্তমা প্রিয়া
বেঁধেছে আমাকে, তবু ফুটপাতের হলদে লাল গাঁদা
চাঁপা ফুল গোড়ের মালা দেখলে মনে পড়ে
নিকানো উঠোন শান্ত ভীরু মেয়ে জল ঢালছে শাঁখা পরা হাত
হুমড়ি খাওয়া উঁচু নিচু ছাদের কার্নিশে সন্ধ্যাবেলা
অতর্কিতে চাঁদ দেখলে বুকের ভেতরে
আঁকাবাঁকা আলে ভরা জ্যোৎস্নাময়ী আদিগন্ত মাঠ
জেগে ওঠে দীর্ঘ ঋজু শাল আর মহুয়া সেগুন।
সাপের মতন কালো আঁকাবাঁকা পথে এই পথের শহরে
এক টুকরো খোলা বুক—মাঠ—পায়ে চলা শাদা পথে
হাঁটতে হাঁটতে দেখি সেই পুরোনো পুকুর লাউ মাচা
হেলেঞ্চা লতায় হাওয়া বাবলা ফুল সাঁওতাল যুবক
পরম আদরে গুঁজে দিচ্ছে তার সঙ্গিনীর কবরী বন্ধনে।
কল্লোলিনী প্রিয়া তোর ভালবাসা সন্ধ্যা রাত্রি ভোর
বেঁধেছে নির্মম বাহুপাশে, আমি তবু অন্যমনস্ক, আমার
স্বপ্নে জাগরণে স্মৃতি, প্রবাসী ছেলের মন কাঁদে
মা-কে মনে পড়লে, সেই মাকে যিনি বিষণ্ণ আঁধারে
মাটির প্রদীপ জ্বেলে আমারই কল্যাণে
ঈশ্বরের পায়ে তাঁর প্রণাম রাখছেন।

অনুভাষ

সামাজিক শীতে তীক্ষ্ণ হিমে নীল শীতে এই তাপ
কেবল আমরাই পারি ছড়াতে, ভাসিয়ে দিতে পাপ
পূর্ব পুরুষের ত্যক্ত—আবর্জনা, আস্তে আস্তে সবই
ক'রে ফেলব, শান্ত হোন, নাগরিক সন্ন্যাসী ও কবি।

গৃহস্থালী

রয়েছি নিষ্ঠুর গদ্যে তাই এতো একা আছো তুমি
আমি কিন্তু সব সময় তোমাকে নিবিড় অনুভবে পেয়ে যাই
হয়তো পাশের ঘরে ব'সে আছো
কোলে হলদে পশমের গোলা
কাঁটায় বুনেই যাচ্ছো এই শীত দুঃখের দুপুর
অথবা বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলে
জ্যোৎস্না থেকে ছায়ার ভিতরে
জানালার ফ্রেমে এসে গুনগুনিয়ে চলে গেলে
গন্ধরাজ কাঞ্চন বা গোলাপের কাছে
(ও কটি পুরুষ ফুল বলে? তুমি প্রায়ই যাও দেখি!)
নিষ্ঠুর গদ্যের মধ্যে আছি ব'লে একা মনে হয়
আসলে একাকী নও তুমি
আমি তো লোনায় ক্ষয়ে শতচ্ছিন্ন সংসারের বিপুল দুঃখের
প্রতিটি তরঙ্গে দেখি বেজে যাচ্ছো তুমি
গায়ত্রীর মতো ছন্দোময়।

একা

অনেক পিছনে, একা, দেরি হয় দেরি হয়ে যায়
আমি দ্রুত উপদ্রুত পৌঁছতে পারি না।
ততক্ষণে একা একা অরণ্যের শেষ বৃক্ষগুলি বলে
প্রকৃতির ষড়যন্ত্র মানুষের উপর ধিক্কার
মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি যাকে মনে হয় সেই
নক্ষত্রও বলে
দেখি দুঃখ কী অপার মহিমায় শান্ত শ্যাম নীল
দেখি তার স্পষ্ট ঘন অবয়ব আজীবন অকূল সত্তায়
আমি দুলে উঠি স্তব্ধতায়—
—ভাষাহীন, কী যে হয়, কীভাবে জানাব আমি
শত অনুনয়ে কেউ সেই ভাষা শেখালো না—
অনেক পিছনে, তাই একা, এত দেরি হয়
দেরি হয়ে যায়।

অন্য মনে

কী জানি কেন যে দু'হাতে নিয়েছি অন্ধকার
কীভাবে হেঁটেছি উদাসী হাওয়ায় দীর্ঘ দিন
কখন খুলেছি সাহসী দুপুরে দরজা তার
রেখেছি একটি অকূল অপরিশোধ্য ঋণ

টকটকে লাল গোলাপে গভীর পিপাসাময়
জ্যোৎস্না কেঁপেছে কেঁদেছে কে যেন যামিনী ভর
কে যেন হৃদয়ে চেয়েছে গভীর নিরাশ্রয়
বিদ্রূপ চাপা হাসিতে ভ'রেছে এ ঘর দোর

কী জানি কখন এসে চলে গেছে এমন কেউ
যাকে মনে মনে বেদনায় শুধু এঁকেছি রোজ
আবার অন্যমনে ফিরিয়েছি সেই তাকেও
এ জীবনে আর কোনদিন তার পাব কি খোঁজ!

অন্বেষণে

এখন শুধু ঝাপসা বিকেল শীতের নদী
ঘুম না হওয়া অবচেতন রাতের মানুষ
আমি কি আর
অহংকারে মুচড়ে দেয়াল
কাঁটায় বেঁধা রক্ত গোলাপ তুলতে পারি?

ক্ষমায় ঘৃণায় অপ্রেমে ও প্রেমের ভিতর
স্বপ্নে জাগরণে দিবস বিভাবরী
আত্মঘাতী অন্বেষণে হন্যে হলাম
আর কি তেমন এই আঘাতে বাজতে পারি?

শিল্পের গুহায়

দুঃখ থেকে দুঃখে সুখ থেকে সুখে
প্রিয় থেকে প্রিয়তর লোকে
অনন্ত যাত্রার লগ্নে হে মুহূর্ত, তোমাকে চিনি না।
লৌকিকতা থেকে অলৌকিকতায়
ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মের স্বরূপে
এই যে জীবনযাত্রা—
কী ক'রে বোঝাই বলো
এর বেশি কবিতা আমার।
তুমি তো ঐশ্বর্যলোভী, তাই ব'লে
এ কোথায় এলে!
শিল্পের গভীর গুহা, স্তব্ধ যেন কাল
কম্বল ও কমণ্ডলু নিয়ে আমি কী দেব তোমাকে।

কথা শুনে

তুমি তো দেবার জন্যে, সর্বস্ব দেবার জন্যে প্রস্তুত রয়েছ।
শুধু কেউ নেবার যোগ্যতা
অর্জন করেনি।
এই কথা শুনে শুনে এই কথা শুনে শুনে
বধির হয়েছি।
জন্মান্ধ বধির আমি অন্ধকার নৈঃশব্দের গভীর ভিতরে
তবু জেগে আছি।

প্রণামী

আমার মাটির স্বপ্ন আর কতো কতো অন্ধকার
স'য়ে যাবে, আর কতো এ হৃদয়ে রৌদ্র বেদনার
সুর তুলে তুলে আমি এই ক্লান্ত কান্নার সিঁড়িতে
পা ফেলে পা ফেলে যাবো সব দেনা শোধ করে দিতে।

আমার মাটির স্বপ্ন একটু উঠোন ছায়া ঘিরে
কেঁদে গেছে অঘ্রাণের কী বিষণ্ণ মাঠে মাঠে ফিরে;
তবু জানি, গন্ধেশ্বরী, এ বেদনা স্তব্ধ হবে। আমি
আমার মাটির স্বপ্নে রেখে যাবো আশ্চর্য প্রণামী।

পদ্মপাতা

এখানে দিগন্ত জুড়ে বৃষ্টি-স্মৃতি-ঝাপসা গাছপালা
দুয়ারে দাঁড়ানো নদী বন ধূ ধূ তেপান্তরের মাঠ
রক্তিম খোয়াই জুলে, তাল খেজুরের উপজাতি
আদিম দিগন্ত জুড়ে নদী আর গ্রাম আর নদী
বিকেল বেলার মেঘে ভেসে ওঠে—অবন ঠাকুর।
নিঃসঙ্গ জীবন জুড়ে বৃষ্টি-স্মৃতি-ঝাপসা গাছপালা
পথের শহর পথ রাজধানী ডবলডেকার
শ্রীগোপাল মল্লিক লেন পঞ্চাশের তিন—
রোদ্দুর বৃষ্টির শব্দ রক্ত জুড়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ঈর্ষা প্রীতি
ইউনিভারসিটি লন, কলেজ স্ট্রিট বইয়ের সংসার
দিগন্তের বৃষ্টি-স্মৃতি-ঝাপসা গাছপালা নদী গ্রাম
আমার পুরনো গল্প পদ্মপাতা কয়েক ফোঁটা জল।

বন্ধুরা আমার

কী জানি আমার হয়তো বারোটাই বেজে থাকবে, ভেবে
আর একবার এসে এই পথে দাঁড়ালাম নেবে
গভীর ভিতরে দেখছি ভেঙে গেছে কোনো একটা লেন্স
তাই ভাঙাচোরা লাগছে, টানছি ঈশ্বরের রেফারেন্স।

আগুনে পুড়েছে ঢের অন্নভুক সংসারের ছাই
বন্ধুরা গা থেকে ঝাড়ে, টানটান, কবিতা শোনাই।

কবিতা? কবিতা কাকে? দ্রুত হাওয়া, স্টীললাইফ ঝোলে
নারী নাম্নী তামাশায় ডুবে যায় চাঁদমুখে কেউ
আসছি বলে।

অন্ধকার ঘরে

সমস্ত কিছুই ছিল অথচ জানি নি এতদিন
বুঝি নি এ কোন স্বপ্ন ঘিরে আছে আজন্ম আমাকে
অন্বেষণে হন্যে হয়ে ঘুরেছি সমস্ত দিনমান
অথচ কি অন্বেষণ কার জন্যে কিছুই জানি নি।
ছিল দীর্ঘ এ বিরহ বিজন বেদনা হাহাকার
ব্যর্থতা ও পরাজয় অকারণ অশ্রু যন্ত্রণার
করুণ কাহিনীহীন এই ভীরু কল্লোলিনী নদী
এই দীর্ঘ প্রবাহের অন্ধকার কান্না নিরবধি
সমস্ত কিছুই ছিল বুকে বাইরে
অর্থহীন গল্পের ভিতরে
তোমাকে দেখার আগে এ আলো জ্বালার আগে
এই শূন্য অন্ধকার ঘরে।

রিপোর্টেজ, মফস্বল

এখন একজন মাত্র কবি সব কবিতা লিখছেন—
আমার জনৈক বন্ধু, কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক বললেন।
এখন সময় খুব ভালো হয়েছে কবিতার—
বললেন আবার।
কথামৃতের সেই গোলাপীর মতো?

এখন সমস্ত ক্রোধ ব্যর্থতা ও হাহাকার
রাগী ছোকরার তাবৎ পৌরুষ
নিক্ষিপ্ত উল্লাসে জ্বলছে কবিতার হাড়ে।

জানতাম বিশেষ কিছু লাগে না এম.এল.এ. মন্ত্রী হতে
এখন কবিও— উক্তি তাঁর।

নীরবে এসে

চেয়েছি শুধু চেয়েছি আমি দু'হাতে করতলে
দীর্ঘকাল খুঁজেছি কতো কী যে
অন্তহীন আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুধায় আগ্রাসী
দাঁড়িয়ে রোদে পুড়েছি জলে ভিজে।

দেখিনি চেয়ে সূর্য গেছে অস্তাচলে ব'লে
ফুরোলো দিন ফুরোলো তোর বেলা
হেমন্তের অরণ্যের পাতারা ঝ'রে ঝ'রে
জানিয়েছিল, করেছি অবহেলা।

চেয়েছি শুধু, মেলেনি, বৃথা দিবসে যামিনীতে
অকূলে ভেঙে গিয়েছে ধূ ধূ হাওয়া
কে যেন হাসে সে পরিহাসে ঊর্ধ্বাকাশে চেয়ে
সহসা ভেঙে গিয়েছে দাবী দাওয়া।

ভেঙেছে শত স্বপ্ন ভেঙে পড়েছে হাতে গড়া
অন্ধকার আকাঙ্ক্ষার কত যে কারুকাজ
মায়ায় জাল ছিঁড়েছে দুখের আগুনে গেছে পুড়ে
হেসেছে দূরে আকাশ গেরুবাজ।

নীরবে এসে তখনি হেসে নিয়েছো কোলে তুলে
ব্যর্থতার শূন্য দুটি হাত
চোখের পাতা উঠেছে ভিজে ব্যাকুল বুকে কী যে
বেদনাঘন কেঁপেছে প্রিয় রাত!

অনন্ত তাঁবুর মধ্যে

এইভাবে রক্তময় দিন যায় এইভাবে মাংসময় রাত
এইভাবে রক্তমাংসময় দিনরাত পরমায়ু চলে যায়
গামার কাঠের কুঁদা ধারালো অস্ত্রের চোটে
ক্ষত ও বিক্ষত হতে থাকে
হৃষ্টপুষ্ট হয় শব্দ শ্বাসাঘাতে

ছন্দ ভাঙে যুগপৎ নারী ও প্রতিভা
দিন ও রাতের ঠিক সন্ধিলগ্নে শুঁকে যায় ভীত ত্রস্ত
এক আধটি কুকুর
এইভাবে রক্তমাংসময় অস্থিময় মানুষের খেলা
নীল অনন্ত তাঁবুতে।

স্বপ্ন

কেটে ফেলছি আজন্ম, তবুও
নখের মতন বেড়ে ওঠো
সঙ্গোপনে ঘটে যাচ্ছে রক্তপাত, তবু
স্ফীত হচ্ছে দু'হাতের শিরা
ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত করছি নিজে হাতে
অতি ব্যক্তিগত জতুগৃহ
তবু জ্যোৎস্না ভিজে জ্যোৎস্না দগ্ধ হাড়ে হাড়ে
শুভ্র পিপাসায় জ্ব'লে যায়
শতচ্ছিন্ন সংসারের পদ্মপাতা, তবু
প্রেম পরমার্থ প্রীতি
কয়েক বিন্দু জল
ঘুমের ভিতরে বাইরে চোখের পাতায় লেগে থাকে।

কবিতার গ্রোটেস্ক

হাওয়ায় লুণ্ঠিত জ্যোৎস্না পাথুরে দিগন্তে ভীরু সিঁড়ি
পরিত্যক্ত অন্ধকারে হিমে নীল মৃত স্বপ্ন প'ড়ে
সহসা অচেনা ঠেকে আত্মজ সে স্বপ্ন সব
ধ্বনিহীন জলের নির্জনে
নাভি ফেটে যাওয়া রক্তহরিণেরা সেই সব
আগুনের ফুলকি ওঠা নক্ষত্র বনের
ফণিমনসা অন্ধকারে রক্তাপ্লুত স্মৃতির রোদ্দুর

কোথাও দু-এক টুকরো বিঁধে আছে
কল্লোলিনী সংসারের নদী
এমন পাগলপারা ছলাৎছল
দ্রুত হচ্ছে বুকের স্পন্দন
রক্তস্ফীত শিরা হাতে তবু একনিষ্ঠ প্রেম
পরমার্থ প্রীতি

উৎপন্ন কবিতা

যত দুঃখ আছে ভাঙো চূর্ণ করো বুক পেতেই আছি
খ্রীষ্টাব্দ বঙ্গাব্দ ধ'রে ক্রমাগত নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
দীর্ঘকাল বেঁচে আছি অসম্ভব যেন এক দীর্ঘ প্রবঞ্চনা
দু'বার মৃত্যুর পরে দেখেছি সমস্ত জল পা ধুইয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে
মৃত চক্ষু ভরে গেছে চন্দনে নারীর ভীরু প্রেমে
কোন এক গাঢ় নদী অথবা নদীর মতো কোন এক নারী
বিকেলের অভিমানে দিয়ে গেছে স্বরচিত স্বর্গ পারিজাত।
তবু দুঃখ ভাঙো বুকে ভাঙো যতো ধ্বনিত বিষাদে
এই অন্ধকার এই স্নেহহীন অন্ধকার রয়েছে এখনো
অযুত শতাব্দী ধ'রে অসম্ভব রৌদ্রের প্রহারে।
যথেষ্ট সময় ছিল, জনক জননী বন্ধু ব্যর্থ প্রণয়িণী প্রতিবেশী
শেষ রৌদ্র সরে যাচ্ছে, যদি কেহ লক্ষ চূর্ণ করো
বুক পেতেই আছি, আর আর নয় অশ্রুহীন চোখের চিৎকারে
ভয়ঙ্কর বিস্ফোরকে একটু স্ফুলিঙ্গ ছুঁড়ে
ছুটে যাব ধ্বংসের কিনারে।

শ্রাবণ সর্বনাশে

এই বরষায় অভিসার আজ প্রিয়
অবগুণ্ঠনে আকাশ ঢেকেছে মুখ
কান্নায় ভিজে দুখের উত্তরীয়
বজ্রে অশ্বখুরের ধ্বনিত সুখ

এই বরষায় কাঁপে যে পদ্মপাতা
রক্তমাতাল নদীতে বন্যা আসে
কে আছো হে প্রিয় নির্মম উদ্‌গাতা
আমার তাপিত শ্রাবণ সর্বনাশে।

শিল্প

যে কোনো রাস্তায় পথে পথের শহরে কিংবা অচেনা স্টেশনে
দু'হাঁটু নরম ধুলো, হাফপ্যান্টের পকেটে বাঁ হাত
(সে হাতে একটি মাত্র আধুলি সম্বল?) দুটি চোখে
বুক ফেটে যাওয়া মাঠ, হিমে নীল পরিত্যক্ত নদী—
যে কোনো রাস্তায় পথে পথের শহরে কিংবা অচেনা স্টেশনে
আমি চমকে উঠি, বুক কেঁপে ওঠে, সমর্থ কিশোর
ডেকে বলতে ইচ্ছে করে, ঘরে ফেরো বলো নাম
গ্রামের ঠিকানা
কী কী দুঃখ ছুঁয়ে দেখবে, সমস্ত দরজা আত্মঘাতী
গোপনীয় রক্তপাতে অশ্রুহীন চোখের চিৎকারে
কেউ ফেরে না, জীবনের নির্ধারিত লগ্ন পড়ে থাকে
সমস্ত নির্দিষ্ট গল্প জলের ফোঁটার মতো পদ্মের পাতায়
বলতে গিয়ে থেমে যাই, প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মতো মাঠ
ব্যক্তিগত ভুল নিয়ে আত্মহননের শিল্প—
এক শিল্প ক্রীড়া!

সময়

এখন মানুষ খুব নিচু হয়ে ঝুঁকেছে ধর্মের কালো জলে
অকম্পিত এই জল অন্ধকারে অশ্রুহীন প্রতিবাদহীন।

মানুষের মুখোশের প্রতিবিম্ব দেখে তারা যে যার আলয়ে
ফিরে আসে ফিরে যায়। বায়ু এসে স্পর্শ করে জল
নিঃসঙ্গ অরব স্বচ্ছ অনিকেত নিরঞ্জন অন্তহীন জল।

এখন বাণিজ্য আর নারী শুধু, চতুর্দিকে তামস পিপাসা
গম্ভীর তরঙ্গহীন কালো জল গভীরে কী ফুঁসে উঠছে জলে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, কান পাতো, যেন খুব কাছে বহু দূরে
ভীত ত্রস্ত কোলাহল যাবতীয় মুখোশ ও পরিত্রাণহীন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

সমস্ত সমস্ত কিছু ঠিক থাকবে দুপুর বিকেল
প্রবাল রোদ্দুর পাখি অঘ্রাণের এমনি ব্যথা রাত
নীরব নীরব নীল আকাশে নক্ষত্রগুলি এমনি জ্ব'লে যাবে
অনির্দেশ যন্ত্রণায়, ফুল ফুটবে উঠোনে উঠোনে।

সমস্ত কিছুই ঠিক থাকে থাকবে তবু যেন কিছু
কারো কারো থাকে না কখনো, বুকে বুকের গভীরে
কিসের নিবিড় চিহ্ন রয়ে যায়, গোপনে নির্জনে
কারো কারো দুটি চোখ চমকে ওঠে নত অশ্রুভারে।

একদিন শূন্যতা আসে আলো ভেঙে বিষণ্ণ বিকেলে
অচিন জ্যোৎস্নার রাত্রে একটি গল্পের ছবি ধূসর যন্ত্রণা
উন্মোচিত হবে বুকে অন্ধকারে কারো কারো, জানি
সেদিন নতুন ক'রে জন্ম নেবে জীবনের দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মানুষ

মানুষ মানুষকে সুখ দেয়
মানুষ মানুষকে ভালবাসে
মানুষই তো নির্বাসন নেয়
বিদীর্ণ দুঃখের কাছে আসে।

মানুষ মানুষকে নিয়ে যায়
লুব্ধপ্রেত ছায়ার মতন
মানুষ মানুষকে সত্যি খায়
নারীভুক দস্যু কচি স্তন।

মানুষই পিশাচ প্রেতময়
মানুষই দেবতা হয়ে আসে
বীভৎস যুদ্ধ ও লোভ জয়
মানুষ বন্যায় যায় ত্রাসে

মানুষ জানেনা শুধু কবে
খিদে মিটবে বিপ্লবে বিপ্লবে।

মুক্ত ছড়া

বদলে নেবো বদলে নেবো
পোশাক আশাক কূটকচালী
আইন মাফিক চালিয়ে নেবো
নাম ঠিকানা গেরস্থালী

একটু এবার চালাক হবো
খোল নলচে মুঠোয় রেখে
কলকে বদল সাহেব সুবো
শাক দিয়ে মাছ দিব্যি ঢেকে

বদলে নেবো বদলে নেবো
যেমন হাওয়া বইবে তেমন
পোশাক আশাক বদলে নেবো
ধর্মাবতার, এমনি এখন।

মধ্যরাত্রে ছাড়া

এখন অনেক রাত, কলকাতা, ঘুমিয়ে আছো নাকি?
শুনতে পাচ্ছো, কী ভীষণ ডেকে ডেকে সারা
মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ লুপ্ত সুতানুটির কোকিল!

সবাই ঘুমিয়ে থাকো, সেই ভালো, তাছাড়া এখন
স্বাভাবিক কারো জেগে থাকারও কথা না

রক্তের নিয়মে সব নায়ক-নায়িকা থাকো জীবনের—
ডেকে তুলবো না

হে সুতানুটির রাত্রি, আমি আছি, আমি জেগে আছি
দীর্ঘদিন

যে কোকিল ডেকে যাচ্ছো মধ্যরাত্রে
যে মোরগ ঘাড় তুলে ডেকে ডেকে সারা
যে জীবন বেঁচে আছো দীর্ঘকাল দীর্ঘ প্রবঞ্চনার উপর
জেগে দেখো
মধ্যরাত্রে ছাড়া কোনো শুভ্রতম অশ্রুও ঝরে না।

কবির স্বদেশ

বেশ ছিলে, মৃত, তুমি বহুদিন কবিতা লেখোনি
ঘুরেছো উন্মাদ স্থির বসেছো শিকড়ে অর্থহীন
পরিচ্ছন্ন সামাজিক পোশাক আশাকহীন
রাজধানীর পথ ছেড়ে দূরে
ঘুমোতে কি চেয়েছিলে নিমগ্ন আত্মার দেশে একা।

তবে কেন এলে আর বমন পিপাসা নিয়ে এলে
পোশাক বদলিয়ে নেমে
মাননীয় মানব সমাজে
কবি সম্মেলনে ভিড়ে চতুর চিৎকারে এত মেদে ও মেধায়
সুখ ও স্বার্থের মতো কারু কার্পেটে কি এসে বমন মানায়
বেশ ছিলে, মৃত, তুমি বহুদিন কবিতা লেখোনি।
যেন শহরের জ্যোৎস্না অন্তর্গত তোমার স্বদেশ।

আত্মপ্রতিকৃতি

তবু ভরিল না চিত্ত : উথাল পাথাল বাংলা ভাঙা বাংলা
পুরুলিয়া সাঁইথিয়া বাঁকুড়া

তিনশ বাষট্টি বার কবি সম্মেলন
ন'শ লিটল ম্যাগ রক্তপাত আর্তরব আকছার লড়াই
সুনীলদা সুনীলদা শব্দে নীরেনদা শঙ্খদা শব্দে
তুবড়ে গেল গাল আর গলা
পি.সি. সরকারের পায়রা হল ফাটিয়ে উড়ে গেল যেন
এ রকম নগদ হাততালি
তবু ভরিল না চিত্ত :
অকুপেশনের ঘরে রাইটার দেখেই
একজন এস.ডি.ও. নর্থ, দলিল লেখেন? ব'লে
ভ্রূকুটি করলেন
বারো বছরের ব্যর্থ বেকারত্ব ঢাকা দিতে
সমারূঢ় অধ্যাপক বন্ধুকে বলেছি
ফ্রিলান্সার জার্নালিস্ট, গাড়োলের মতো মুখে সেও
চ'লে যায়।
বিস্তীর্ণ খরার মাঠ মরা নদী অস্পষ্ট গ্রামের ঝাপসা ছবি
নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ রাত্রে ঝলসে যায়
ছলকে যায় জ্যোৎস্নার যমুনা
তাঁর কবিতার মতো যাঁকে মনে পড়ে
(অনিবার্য বিশেষত যেকোনো কবির বাঁকুড়ার)
গোপনে ডাকবাক্সে ফেলি দু-তিনটি সহ চিঠি
ঠিকানা : আনন্দ বাগচী কেয়ার অফ দেশ।

অসম্ভব ইচ্ছাগুলি

অসম্ভব ইচ্ছাগুলি আমার দেয়ালে বার বার
নড়েচড়ে সন্ধ্যায় বা সকালে রোদ্দুরে
যখন শালিখ আসে পৃথিবীর সব মাঠে মাঠে
যখন উঠোনে কাঁপে রজনীগন্ধারা।

অসম্ভব ইচ্ছাগুলি আমার যে অসহ্য জ্যোৎস্নায়
ব্যথা পায় কান্না মাখে শব্দের ভিতরে
বৃষ্টি নামে তারপর বৃষ্টি নামে আহা কি নরম
উঠোনে ঘাসের গন্ধ ভেসে আসে বিষণ্ণ বাতাসে।

অসম্ভব ইচ্ছাগুলি অঘ্রাণের অন্ধকার রাতে
কী নিঃশব্দে কথা বলে, বেদনার্ত যেন
ধূসর গাছের বুকে প্যাঁচা ডাকে রোমাঞ্চিত সুর
চাঁদ জাগে, কি উদাস, করুণ করুণ।

অসম্ভব ইচ্ছাদের নিয়ে আমি আর যে পারি না
যেহেতু দেয়ালে চেনা আমার দেয়ালে
ওরা নড়াচড়া করে ওরা যে শব্দের
অন্ধকারে যেতে চায় অঘ্রাণের বিষণ্ণ রাত্রিতে।

দিন রাত্রি

দিন খ'সে যায় আরক্ত রাত আয়ুর পাতা
একটি একটি, শীতের হাওয়ায় বড় বিষণ্ণ
বড় অকরুণ অকূল আঁধারে জীবন জন্ম
তবু উদাসীন শিথিল মুঠোতে রয়েছে লগ্ন
যেন কবেকার পুরনো গল্প কাহিনী বিহীন।
দিন খ'সে যায় রাত ঝ'রে যায় কে যেন ডাকে
ঘুমের ভিতরে জাগে ধ্বনি, স্থির অনড় দেহ
কাঁপে ভীরু মন শঙ্কিত জল গোপনে চোখে
শুধু চোখ? বুকে জমে উঠে উঠে প্রলয় পয়োধি
ভেসে যাই, ভেসে ভেসে যেতে থাকি অকূলে একা
দিন খ'সে যায় রাত ঝ'রে যায় আয়ুর পাতা
একটি একটি . . .

জীবনে কখনো

জীবনে কখনো সব দিন রাত্রি সমস্ত বছর
পঁচিশে বৈশাখ হয়ে যায়
সমস্ত নক্ষত্র কোনোদিন
একটি নক্ষত্র হয়ে জাগে

সব নদী
একটি মাত্র কল্লোলিনী হয়
তাবৎ অরণ্য তৃণভূমির জঙ্গলে
একক চন্দন
গীতবিতানের গানে ঘুম ভাঙলে স্বচ্ছ হয়
একটি ভোরবেলা।
যেমন তেরশ ছিয়াত্তর সাল, পঁচিশে বৈশাখ
নক্ষত্রের ঢেউয়ে
ভেসে যেতে যেতে
প্রার্থিত আকাশ হয়ে গেছে
রেবার আমার।

গোধূলি

আস্তে কথা বলো, বড়ো চেঁচামেচি হয়েছে, এখন
সম্ভবত ক্লান্ত সব।
খুব ছুটোছুটি দাপাদাপি
দিগ্বিদিকহীন ঢের পরিশ্রম হয়ে গেছে
ক্লান্ত নতমুখ
আস্তে কথা বলো, কিংবা বলো না, খানিক
চুপচাপ জিরিয়ে নেওয়া যাক।
চিনে নেওয়া যেতে পারে এই ফাঁকে
কোনটি ধ্রুবতারা
কোনটি পুটুস
দেখে নেওয়া যায় জল কতখানি ঘোলা হল কাছেই গঙ্গায়।
আস্তে কথা বলো, কিংবা বলো না, নীরবে
আত্মময় না পারো হও সহিষ্ণু সহজ
পরস্পর পিঠ চুলকে পরস্পরের প্রতি প্রীতিময় অপব্যয়ী আলো
সর্বত্র ফেলো না।

মেঘ

গুটিয়ে নিয়েছে ছায়া প্রত্যেকেই
কেউ দূরে কেউ কাছে থেকে
মুখে অন্য অঙ্গীকার আত্মবিস্মৃতির রুক্ষ রেখা
অন্য কাহিনীর গল্প চতুর সংলাপ
গোপনীয় কারুকার্য ভরে আছে অন্ধকার ঘরে।
কোথাও সহিষ্ণু কেউ নেই আর
কঠিন কব্জিতে যেন কিসের প্রস্তুতি
কী যেন প্রতিজ্ঞা কাঁপছে প্রত্যেকের চোখের মণিতে।
থমথমে সংসার জুড়ে যেন একটি ভয়ের গল্পের
নিষ্করুণ কঠিন রেখায়
সামনে ও পিছনে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে পরস্পর
পরস্পরের পাপ নিয়ে
খণ্ডিত ক্ষয়িষ্ণু দিন রাত্রি যায়, অনন্ত আকাশে ঘন মেঘ।

সম্রাট

আমি বলেছি, আমাকে চেনো না?
সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্তী আমি।
তুমি সে কথার আক্ষরিক সত্য মূল্য যাচাই করেছ।
আমি সম্রাটের ক্ষোভে অভিমানে
নদীকে করেছি ক্রীতদাসী
সমুদ্রকে আদেশ করেছি পা ধুইয়ে দিতে
অনন্ত নক্ষত্রকে অশ্রুপাত করিয়েছি
স্নানের জন্যে
আমার আদেশে ভালবাসা পদতলে নতজানু
প্রকৃতি আমাকে শ্রদ্ধায় নমস্কার করে গেছে
মাথা হেঁট করে যে কোন শব্দ তামিল করেছে আমার হুকুম।

তুমি জানতে না কারো নিজস্ব পৃথিবী থাকতে পারে।

তুমি আমাকে অভ্যর্থনা করেছ।
আমি শিরস্ত্রাণ রেখেছি তোমার পায়ে।

কবিতা এখন চিরকাল

এখন অন্তত আর ওভাবে ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ হবে না।
ফিরিয়ে দিয়েছি বহুদিন ঢের রাত নির্জনতা
কাতর উন্মুখ মুখে চুম্বনের, যেন ঝ'রে যাবে রেখাগুলি
জলের মতন গ'লে যাবে যেন গ'লে যাবে যেন গ'লে যাবে
টলোমলো দেহ
ফিরিয়ে দিয়েছি উদাসীনতায় উপেক্ষায় অহঙ্কারে
অকূল কোথায়
অন্তত এখন আর ওভাবে ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ হবে না।
এখন পাথুরে হাওয়া শীতের প্রান্তরে বল্গাহীন
শরীর-সর্বস্ব ক্ষুধা শরীর-সর্বস্ব পিপাসায়
শীতের হাওয়ায় ঘুরে মরে
দুঃখে বুক ফাটে গাছেদের, মাঠ বিদীর্ণ চৌচির
জীবনের যতো ক্রোধ হাহাকার ব্যর্থতা বিলাস
দিগ্বিদিকহীন শূন্যতায়
তোমাকেই নষ্ট করে
তোমাকেই কষ্ট দেয় তোমাকেই ক্লান্ত ম্লান বিপর্যস্ত করে
সত্যি কি তোমাকে?
যেন তুমি ছাড়া আর এ জন্মে কোথাও কোনো
পরিত্রাণ নেই
খুব ভালো এই তৃষ্ণা, খুব ভালো এই গাঢ় তামস পিপাসা
কিন্তু তুমি চিনে নিও কে তোমার জন্যে খুঁড়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব
তার রক্ত মাংস হাড় ও হৃদয়।

কে তোমার জন্যে জাগে ঘুমের কোরকে।
শব্দের মৃণালে ভর ক'রে ফুটে ওঠে জীবনের
মেদুর দুপুরে।

তোমাকে পৃথিবী

তোমার কোনো চিত্র নেই নিবিড় বাস্তব
ছেয়েছে স্মৃতিপুঞ্জনীল বেদনাগুলি সব।
তোমার কোনো চিহ্ন নেই, বাঁ চোখে জলরেখা
মিলিয়ে গেছে অনেকদিন, সেই যে একা একা
মায়াবী মাঠে ফিরছো ঘরে অনেক রাতে, কেউ
সে ছবি ধরে রাখতে পারে এখানে? বড় ঢেউ
এখানে বড়ো আঘাত ক্ষয় কেবলই মুছে যাওয়া
কেবলই মেঘ বৃষ্টিপাত চাবুকনীল হাওয়া।
তোমার কোনো চিত্র নেই তোমার কোনো কথা
তোমার গাঢ় অন্ধকার তোমার নীরবতা
তোমার একাকীত্ব ধুলো বালি ও বারোমাস
কিছুই নেই জমি ও জমা শস্য বসবাস।
এখানে বড় পাষাণ দিন চতুর নীল জলে
তোমাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় নিপুণ কৌশলে।

হে নদী সেদিন

কিছুই থাকে না যদি সব কিছু অঘ্রাণের জলে
গাছের পাতার মতো অবেলায় ঝ'রে যায় যত
অন্ধ ছুটোছুটি ভয় ভালবাসা ঘৃণা
মহানুভবের ধ্বনি মাতৃস্নেহ সুপ্রিয় বেদনা
যদি সব কিছু ঝরে যদি সব কিছু ঝ'রে যায়
সেদিন শীতের রাতে, হে নক্ষত্র, তোমাদের তলে
কী ক'রে দাঁড়াব নদী, কিনারে তোমার
যদি না কিছুই থাকে হাতের মুঠোতে
অন্ধকারে কিংবদন্তি আমলকির মতো।
ঢের ভালো ছিল সেই শূন্য বেদনার ধ্বনি, আহা
দুঃখের অগ্রজ স্মৃতি ঢের ভাল ছিল।
এইসব ধ্বনিময় স্মৃতির ভূমিকা
বুকে রেখে অন্য কোন গল্পে যদি চলে যেতে হয়

যদি জীবনের এই তরঙ্গিত নদীর কিনারে
সব গল্প চূর্ণ করে পৃথিবীকে ভুলে যেতে হয়
হে নদী, আমাকে তুমি
প্রিয় বেদনার স্বরে ডেকো।

জবা

অপরিচর্যার ম্লান বাগানে ফুটেছো জবাফুল।
তবে কেন আমি বলি তবে কেন ওরা বলে কেন
সকলে কেবলই বলে, ভুল সব ভুল সব ভুল?
জবাকুসুমসঙ্কাশ তুমি এত সহজে সকালে
অন্ধকার মুচড়ে এলে প্রার্থনার রক্ত লাল ডালে।

তুমি হেসেছিলে

যেন তুমি বলেছিলে অতটা ভালো না
এত অহংকৃত শিল্প—অন্তত মাটির—
যেন তুমি বলেছিলে
চোখের জলের স্বপ্ন শ্রীহীন কপোল বেয়ে
গড়িয়ে যেতে দেখে।

যা গেছে তা গেছে তুমি থামো একা যেওনা যেওনা
রূপকথার তেপান্তরে জ্যোৎস্না নেই
নিরুদ্ভিদ, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী
অন্য অরণ্যের বুকে চলে গেছে
ঘুমের ভিতরে
যেন তুমি বলেছিলে।

আমার সাহস ধৈর্য পরাক্রম সহনশীলতা জয় ক্ষমা
তুমি জেনেছিলে তুমি তর্জনি সংকেতে ভীরু সীমা
ঘুমের ভিতরে বাইরে দেখিয়ে দেখিয়ে
যেন হেসেছিলো।

ধর্ম

তখন চন্দন গন্ধে বেজেছিল হৃদয়ের তলে
জীর্ণ পৃথিবীর ছন্দ জীবনের অকূল বেদনা।
দু'ধারে ছড়ানো ছিল অপমান
সামনে পিছনে তরঙ্গেরা

দু'ধারে ছড়ানো ছিল অভিশাপ
সামনে পিছনে কালো জল

তখন চন্দন গন্ধ বেজে উঠেছিল

ভ্রূপেক্ষবিহীন আমি তৎক্ষণাৎ তড়িৎগতিতে তীক্ষ্ণ দাঁতে
ছিঁড়েছি শরীরময় রক্তস্ফীত দুঃখী নীল শিরা

দুর্বোধ্য রক্তের স্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়েছিল।

একলা পথে

এখনো রয়েছে ভয় কুয়াশা বিলীন একা পথে
অন্ধকার বাঁকে বাঁকে শঙ্কিত সঙ্কেত নিয়ে নদী
এখনো গভীর রাতে অশ্বত্থের প্রেতায়িত ধূসর ছায়াতে
মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন শ্লেষ হানে তীক্ষ্ণ হিমে নীল হাওয়া
এখনো রয়েছে দ্বিধা, শতচ্ছিন্ন সংসারের সুখ
শিশুদের কলকণ্ঠ রৌদ্র কলরব স্নেহ প্রীতি
শিকড়ে শিকড়ে লোভ অভিলাষ মাটির তলায়
আমূল প্রোথিত আছে এখনো, কোথাও
চকিত ইশারা নেই বুকের অতলে বরাভয়
এখনো তোমার নামে অনড় বিশ্বাস নেই, তবু
তবু নতজানু আমি ক্ষমাপ্রার্থী ক্ষমাহীনতার
ভিতরে ভেঙেছে ঢের আমি বাইরে টের পাই না কিছু
তোমার নির্মাণ বড়ো অলৌকিক বড় বেশি অলক্ষ্যে যে তাই
কিছুই বুঝি না, কেউ বোঝে? আমি কিছু জানি না যে
এত একলা পথে যেতে বুকের বেহালা শুধু বাজে।

তোমার প্রতিমা

আমার পৃথিবীময় চিরলুব্ধ তোমার প্রতিমা।

আসে হাওয়া আসে মেঘ বৃষ্টিতে বিদ্যুতে
বিস্তীর্ণ জীবন কাঁপে ছিন্নভিন্ন সুন্দরের মায়া।

পিছনে মিলিয়ে যায় মুছে যায় জীর্ণ পথরেখা
অন্ধকার তীব্র বাঁক দুর্বোধ্য উত্থান কোলাহল।

আসে হাওয়া আসে হাওয়া ঘুরে ঘুরে হাওয়া

প্রতিমায় লেগে থাকে ধুলো বালি রক্ত ও চন্দন।

অভিশাপ

তার পায়ে পায়ে গেছে
প্রণাম ত্রিসন্ধ্যা ধূপ ভোর
গেছে বিকেলের স্থির
স্বচ্ছ জল সবুজ পাথর
তার ক্লান্ত পায়ে পায়ে
আমার বিষণ্ণ পথরেখা
চেয়ে থাকা নিষ্পলক জল
রক্তের ঘূর্ণিত স্রোতে
ভাঙা পাড় স্পর্শ ছলোছল
গেছে পাঠ গেছে পূজা
যজ্ঞধূম আরতির আলো
দুটি অপসৃয়মান
পায়ে পথে ভাঙলো ছড়ালো
আমার বালির ঘর
মাটির প্রতিমা রঙ খড়
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোত
তীরভূমি গম্ভীর অনড়
বেদনামন্থর টলোমলো
তোমার দু'খানি পায়ে
কোটি কোটি স্বপ্নবীজ
অঙ্কুরিত হলো।

শহরে রাত্রি

শহরে নেমেছে রাত্রি, শূন্য পথ, শান্ত মৃদু হাওয়া
ঘরগুলি দরজাবন্ধ জানালা কি খোলা? নিদ্রাতুর
দেয়ালে জটিল স্বপ্ন শপথ স্লোগান ভবিষ্যৎ
বৃষ্টিতে ধুয়েছে, ছেঁড়া পোস্টার ফেস্টুন, রাত্রি নেমেছে শহরে
শূন্য পথে পথে হাওয়া আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ স্থির
নিদ্রায় নিহত স্তব্ধ জনপদ : এই সময় এই সময় এই . . .

কংসাবতী

হয়তো বলবে না কথা হয়তো বলবে বড় ব্যস্ত আছি
হয়তো বিষাক্ত হুলে ব্যথা দেবে স্মৃতির মৌমাছি।
হলুদ পাতারা ঝরবে হাওয়ায় ব্যাকুল লাল ধুলো
ঢেকে দেবে হাহাকার চোখের জলের ফোঁটাগুলো।
তারপর নিচু মেঘ তারপর স্তব্ধ চিরকাল
দিনের রাতের তাঁতে বোনা গল্প উথাল পাথাল।
তোমার নিষ্ঠুর পিঠে অভিমান অশ্রুর প্রবাহ
ক্ষমার প্রার্থনা ক্লান্তি বেদনার দাহ।
হয়তো বলবে না কেন ছিঁড়ে দিয়ে এসেছো আমার
ব্যথিত মন্থর দীর্ণ দুপুরের গাঢ় অঙ্গীকার।
বলবে না, অনন্তকাল ক্ষণকাল মৌন মূক নদী
তাতল সৈকত আর অন্ধকার দিগন্ত অবধি।

দুঃখে

দু'হাতে সে সরিয়ে রেখেছে।
তাই মুখ গুঁজে পড়ে আছে ওই টান টান রাগ
রক্তস্ফীত নীল শিরা উপশিরাময় অভিমান
নীরেট অস্থির দ্যুতি ছলকানো জীবন।
দু'পায়ে সে মাড়িয়ে গিয়েছে
বিষাক্ত বর্শায় বিদ্ধ হিমেনীল শান্তি নীরবতা।

নিজস্ব দুঃখের কাছাকাছি
সে কেন এমন একা, একা?
সে কেন একবার ঠাণ্ডা স্থির ওই ইস্পাত ছুঁলো না?
সমস্ত নক্ষত্রসভা প্রশ্ন করে
নিচু মুখ, চোখের জমিতে জল, হেসে
সে শুধু অস্তিত্ব মুচড়ে দীর্ঘ ঋজু দুঃখে নেমে যায়।

প্রচ্ছন্ন

আমারো অসহ্য দুঃখ ছিল
কষ্ট ছিল বুক ছেঁড়া যন্ত্রণা
ক্রোধের আগুন ছিল, নদী
তোর মতো ধাবমান প্রেম।

পৃথিবী কি বিপুল, হে প্রিয়!
বড় বেশি ছোটো যে অঞ্জলি।
জীবন ঝাঁকিয়ে বার বার

বেজে ওঠে রক্তস্ফীত শিরা।
বেজে ওঠে আকাশে আকাশে
মুক্তির নিবিড় অপমান
জেগে ওঠে জীবনের চর

চারপাশে মৃত্যুর প্রবাহ
পৃথিবীকে ঢেকেছো আকাশ?
আকাশকে নক্ষত্রের বন!
সত্তাকে ঘুমন্ত রেখে দেহ
ছড়িয়ে দিয়েছ আজ মন।

শ্লোক

আমি ভুলে যেতে চাই, ভুলে যেতে এত কোলাহল
ভুলে যেতে এত ভিড় তমস্বিনী বেদনার জল।
এত ক্ষিপ্র আয়োজন এত কথা এত বেশি কথা
সে শুধু কি ভুলে যেতে?
বিশ্বাসপ্রবণ গুল্মলতা
এই যে চারপাশে আর জটিল ছায়ার এত মেঘ
স্মৃতি ভারাতুর হাওয়া ছুয়ে যায় মন্থর আবেগ
সে কি শুধু ভুলে যেতে?
যত দেরি হোক
আকাশ ও মৃত্তিকা দেবে পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার শ্লোক।

তার নামে

তবু তার নামে ভাসাই পাতার ভেলা।
লাঞ্ছনাময় জীবন গড়িয়ে গেছে
ভেঙেছে দিবস রজনী ব্যাকুল বেলা
উন্মাদ হয়ে ফিরেছি যে অবশেষে

তবু তার নামে আজো এ ভেলা ভাসাই।
জোড় হাতে প্রিয় সুন্দর পৃথিবীকে
বলেছি, হে দেশ, আমি যাই আমি যাই
তুমি উদাসীন চেয়ে থাকো সেই দিকে

তবু তারই নামে এ রক্তক্ষতব্রত।
লুব্ধ প্রেতের মতন মানুষ ঘোরে
কাপালিক আজো কি তন্ত্রে আছো রত
বলির বাজনা এখনো এমন ভোরে?

ধূর্ত সময় ধাবমান, থাকো বসে
মেঘে মেঘে যায় গড়িয়ে গড়িয়ে বেলা
ক্ষমাহীন হাওয়া, কাতর পাতারা খসে
আমি তার নামে ভাসাই জীর্ণ ভেলা।

মায়াজাল

সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে নিঃস্ব আমি ক্লান্ত পথতরু
এ রকম ভাবতে ভালো অথচ তোমার হাসিটুকু
সব কিছু স্তব্ধ করে আমাকে নির্মম উপহাসে
বিদ্ধ করে, জানি
তোমাকে সর্বস্ব ছেড়ে কণামাত্র দেওয়া অসম্ভব
কিছু কি আমার?
এই অশ্রুপাত চোখের পাতায় কাঁপা জল
গোপন বেদনা ছুঁয়ে ছেনে তোলা দুঃখ অবিচল
কিছু কি আমার?
তুমি মায়াজাল আদিগন্ত বিস্তৃত করেছ।

বিস্মৃত স্মৃতির অন্ধকারে

মুখে কি সমস্ত কথা লেখা থাকে
ললাটলিপির মতো অর্থহীন কিছু
শীতের রাত্রির হাওয়া গ্রীষ্মের মাঠের হাহাকার
ভাঙা দেওয়ালের চিত্র অবৈধ মানকচু মৃত মুখর সংলাপ
পরিত্যক্ত বাস্তু জুড়ে চিহ্নহীন সংসারের মূল
কী কী লেখা থাকে বুকে
পুরনো গল্পের পাতা নতুন কাহিনী
চলচ্চিত্র জীবনের দুঃখ সুখ জয় পরাজয় ভয় ভুল
কিছু কি উৎকীর্ণ হয়
দুঃখ-দগ্ধ শুভ্র এই অস্থিতে অস্থিতে
নিভৃত জপের মন্ত্র নাম ধ্যান ধারণা উদ্ভাস চিত্র
পরমার্থ কিছু?
আমি কি এসব নয় তবে কি আমার পরিচয়
অন্য কোনো কিছু আমি নিজেই জানি না
আমার সম্পূর্ণ পরিচয়
কোথাও এসেছি ফেলে বহুদিন বিস্মৃত স্মৃতির অন্ধকারে?

চতুর্থ শ্লোক

'ঈশ্বরের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে
অনাচারী নাম যদি রটে তো রটুক।'

'ঈশ্বর হয়েছে যার বিশ্বাসঘাতক
বলো তাকে
কে বাঁচাবে?'
এই দুটি শ্লোক
অলোকরঞ্জন আর শরতের। আমি
পেয়েছি তাঁদের গ্রন্থে
আমাদের আত্মজীবনীতে
স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে তৃতীয় বাক্যটি
তাঁর নিমিত্ত কে লিখবেন?
সুধেন্দু মল্লিক!

আমি থাকব দোরগোড়ায় একা
আমি থাকব বাইরে কোনো ছলে
বিজনে বিরহে ঝড়ে জলে
ফিরে দেখব তুমি
চতুর্থ শ্লোকের জন্যে রচনা করেছ বনভূমি
লতাগুল্ম গাঢ় অন্ধকার
আমার হৃদয় ছেঁড়া নিষিদ্ধ
নিবিড় অন্ধকার।

লেখালেখি

কিছুদিন বেশ থাকি কিছুদিন বেশ কেটে যায়।
হয়তো কয়েকটি নীল নিরীহ উদ্ভিদ কেড়ে নেয়
আমার সকাল সন্ধ্যা রক্ত মাংস মেধা বুদ্ধি বোধ
আমার বিষাক্ত স্বপ্ন দুঃখবীজ পর্যাকুল স্মৃতি।

হয়তো কয়েকটি লেখা একসময় আমার ফুসফুসে
জলজ নিঃশ্বাস ফেলে ক্রমাগত পাঁজর গুঁড়োয়

মণিহীন করোটিতে শাদা হিম জ্যোৎস্না খেলা করে
সারারাত সারারাত সারারাত নিথর জীবন।

সমস্ত পথের রেখা ভিজে যায়, পৃথিবীর প্রাচীন প্রান্তর
শুকনো লাল পাতায় পাতায় ভ'রে উঠে উড়ে ছাই
উড়ে ছিন্ন শপথের জীর্ণ ম্লান কাগজের কুচি
নদীর চোখের কোলে শীর্ণ জলরেখা চেয়ে থাকে।

এরকম ঝাপসা ছবি এরকম অবিচ্ছিন্ন ছবি
কয়েকটি লেখাকে নিয়ে চলে যায় ধাবমান শত্রুর মতন
আমার কঠিন কব্জি ঝুলে পড়ে, অভিমানহীন বারোমাস
কবি সম্মেলনে ভাঙা বাংলা আজ উচ্চনাদে জয়ঢাক বাজায়।

ন হন্যতে

কতোবার টুকরো ক'রে ভেঙেছি পাথরে, কতোবার
ছিঁড়েছি কঠিন দাঁতে, ফেলেছি আগুনে
ক্ষুধিত তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়েছি
ফেলে চ'লে এসেছি বনের
গভীর ভিতরে একা শ্বাপদ সঙ্কুল অন্ধকারে
কতোদিন
রক্তে ধমনীতে তীব্র হলাহল মিশিয়ে দিয়েছি

শুধু স্বাধীনতা চেয়ে শুধু মুক্তি প্রার্থনায় শুধু
নিজেকে একাকী পেতে নির্জনে নিখিল শূন্যতায়

আমাকে উন্মাদ করে তবু তার অনড় ও অবিনাশী ছায়া!

বিগ্রহ

আমার চারপাশে ছড়ানো মাঠে মাঠে ধানে ও কাশফুলে
শরতে মেঘে মেঘে শীতের কুয়াশায় একলা নদীকূলে
আমার চারপাশে খরা ও বন্যায় ব্যাকুল হাহাকারে

ছায়ার মতো হাঁটা মৃত্যুহিমে নীল বন্ধ দ্বারে দ্বারে
আমার চারপাশে তবুও জীবনের অনপনেয় নামে
তুমিই ছিলে, জানো, তুমিই ছিলে রোজ সতত সংগ্রামে।

তুমিই ফুটেছিলে আমার জবা ফুলে দোপাটি ক'টি ঘিরে
তোমারই নামে জ্বালা প্রদীপ নিভে গেছে কবে যে ধীরে ধীরে
তোমারই জয়ে আনন্দে কোলাহলে তোমারই পরাজয়ে বেদনাহত
আমার দিনগুলি আমার রাতগুলি আমার জলরেখা ওতপ্রোত

এখন সব কিছু ঢেকেছো পাথরের শ্রবণহীন মূক একটি মূর্তিতে।

ছোলাডাঙা

কেউ কোথাও নেই। একলা ধূ ধূ মাঠ রুগ্ন একটা নদী
যেদিকে তাকাই শুধু উঁচু নিচু রক্তলাল মাটি ও পাথর
শুধু শূন্য গাঢ় নীল দিগন্ত ছলকানো দীর্ঘ বেলা
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থে ঢাকা ঘন রাত। জ্বলছে তো জ্বলছেই একটা আলো।
এইরকম ছবি একটা লিখতে লিখতে আমাকে থামায়।
ছবির ভিতর থেকে তিনি এসে স্পষ্ট ঋজু দাঁড়িয়ে থাকেন।
আমার কলম কাঁপে, ভাঙাচোরা অক্ষরে অক্ষরে
চোখের জলের শব্দ বেজে ওঠে। তিনি হেসে ফিরে চলে যান।

আর তাঁর পিছু পিছু ধূপের ধোঁয়ার মতো লুটায় বেদনা
ভুল বানানের চিঠি ভাঙা কৌটো গলে পড়া দেওয়াল দলিল
মায়ের স্বপ্নের ছায়া পর্যাকুল রাত্রির আকাশ
যেদিকে তাকাই তৃণে তারায় তারায় তাঁর
আলোকসম্ভব নীল মায়া।

কেউ কোথাও নেই। একলা প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ। আর আলো। আর ছায়া।

তাকে

নিয়ে যেতে সাধ ব'লে ওইখানে যাইনি আবার
তোমার পাথরে নীচে পাইনের কুয়াশার বনে
নিয়ে যেতে সাধ ব'লে এই ঘরে যত্ন ক'রে রাখি
দু'একটি স্বপ্নের বীজ পর্যাকুল ব্যথার বাগানে।

কাকে নিয়ে যাবো রেবা? কাকে ভালবেসে
হাত ধ'রে নিয়ে যাবো বসাবো গাছের নীচে আর
দেখাবো রাত্রির বনে হরিণেরা কতো কাছে আসে
যে গেছে এ বুক ভেঙে দিয়ে, তাকে? তাকেই আবার?

ভাষা

এই আমার কবিতার ভাষা।
তুমি অন্যমনে যেতে যেতে
পথের দু'পাশে ফেলে গেছ।
কর্কশ পাথর কীট কাঁটালতা অসাড় মৃত্তিকা
হাতড়াতে হাতড়াতে
দীর্ঘ হিম রাত্রি আমি এ দু'চোখ জ্বেলে
কুড়িয়ে নিয়েছি।
লেগে আছে আত্মার ব্যঞ্জনা লেগে আছে শরীরের ভুল
অনতি অতীত দুঃখ অপমান ভয়
নিষ্করুণ কারুকার্য আলোতে ছায়াতে।
আমিও কি কিছু রেখে যাব?
আমিও কি ফের
ফেলে চ'লে যেতে পারি তমসার কূলে?
একদা কুড়োবে তুমি, একদা খেলার ছলে নেবে হাত তুলে!

আধুনিক

মিষ্টি হাওয়ায় ফুল দুলছে
বাগানে রোদ্দুরে
পাখি নাচছে, আকাশে নীল
পাহাড় চূড়া জুড়ে।

ঝাঁ চকচক ঝুল বারান্দায়
ইজি চেয়ারে সবই
দেখতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন
লড়াকু এক কবি।

টবের মধ্যে ক্রিসেনথামাম
ঝুলন্ত অর্কিড
টেব্‌লে মান লুসুন ক্রেণ
বাকিরা মরবিড।

পা নাচাচ্ছেন খানা খাচ্ছেন
সামনে থ্রি এক্স রাম
খিদের পদ্য তিরিশটি চাই
কপালে ভাঁজ ঘাম।

ফুল দুলছে পাখি ভুলছে
সারাদিনের স্মৃতি
একলা কিশোর পাইপগানে
পাল্টে দিচ্ছে রীতি।

কবি থামছেন আর ঘামছেন
শব্দে লড়াই আগুন
শব্দে শব্দে ধূল পরিমাণ
উঠুন দেখুন জাগুন।

শব্দ উঠছে অন্ধকারে
কে যেন বায় দাঁড়
শব্দ উঠছে অন্ধকারে
ঢেঁকিতে পড়ে পাড়!

প্রতিভা

তুমি আজ নেই বলে এইখানে এসেছি এমন
এই ভিড়ে কোলাহলে মিছেমিছি এই অপচয়ে
স্নান নেই গান নেই চুপচাপ ব'সে থাকা শুধু
বুকের হাড়ের শাদা বিকেলের মেঘে ফুটে ওঠে।

তুমি আজ নেই ব'লে ভুল নেই বেদনাও নেই
আকাশ আকাশ, মাটি মাটি শুধু, কেউ
পথচারী ছাড়া অন্য কিছু নয়, কেবল প্রতিমা
কেবল মাটি ও খড় জল-রঙ শাদা কালো রঙ।

তুমি আজ নেই ব'লে স্মৃতিভুক সারাদিন রাত
হাওয়ায় হাওয়ায় কাঁপে আর ডাকে আর ঝ'রে যায়,
আর ভিড়ে কোলাহলে যতদূর যতদূর যাই
চোখের ভিতরে চোখে ফুটে ওঠে তোমার প্রতিভা।

এরপর

এরপর এরকমই, এমনি ক'রে সারাদিন রাত
যাবজ্জীবন কাটবে।
স্মৃতিভুক ধারালো সময়
থেকে থেকে খুবলে নেবে রক্ত মাংস, পাঁজরের নীচে
বিশ্বাসপ্রবণ প্রেম, এরপর ওরা
নামাবলী গায়ে হাসবে তর্জনী দেখিয়ে পথে পথে।
তোমার পাথর মূর্তি
কোনোদিন ন'ড়ে উঠবে না
অভিমানে শতচ্ছিন্ন ভেঙে পড়ল ও কে বেদীতলে।

দিন ফুরোচ্ছে রাত ফুরোচ্ছে

রুগ্ন শাদা নদী ছেড়ে এসো
ছেড়ে এসো রক্তমুখী মাঠ
নিচু মেঘ অকূল আকাশ
বিদীর্ণ দুপুর থাক প'ড়ে।
দেখ ওই মানুষগুলিকে।
মানুষের অসুখ বিসুখ
মানুষ মানুষ ছেলেখেলা
মানুষের কি যেন হয়েছে!

তুমি ঢের মানুষ দেখেছ?
মানুষের দাঁত নখ জিভ?
তাই একলা নিরুদ্ভিদ দেশে
চেয়ে আছ পাঁজল লতায়!
তাই অমনি ঝুঁকে আছ একা
খরস্রোতা পার্বতী নদীতে!

মুঠোতে কিসের দাগ লেগে?
এত জীর্ণ তাঁতের পাঞ্জাবী!
দিন ফুরোচ্ছে রাতের ভিতর
রাত ফুরোচ্ছে তাতল সৈকতে।

পদাবলী

আমি তো তোমাকে ভুলেছি বেদনাহত
জল পড়ে আর পাতা নড়ে আর হাওয়া
স্মৃতিভারাতুর মেঘে মেঘে উদ্যত
বিদ্যুৎ চিরে ছিঁড়ে খুঁড়ে দাবি দাওয়া।

আমি তো তোমাকে ভুলেছি। জানি না কেন
এত মেঘ এত হাওয়া স্মৃতি সংসারে
এখনো নিবিড় প্রার্থনাগুলি যেন
ভেসে ভেসে আসে ব্রতের বেদনা ভারে।

আমি তো ভুলেছি। তবু বনে নদী কূলে
কদমে কেয়ায় শাঙন বাদর আসে
কার অনন্ত অকূল চরণ মূলে
লুটোপুটি খায় তারারা রুদ্ধশ্বাসে।

আমি জানি খেলা যায়নি তোমার থেমে
শুধু একমুঠো ছড়ালে অন্ধকার
নির্বোধ যত মুখে মুখে এলো নেমে
একটি ভুলের সীমাহীন পারাবার।

আমি তো তোমাকে ভুলেছি। তুমি কি তাকে?
তার ছেঁড়া খোঁড়া হৃদয় ভুলেছ? তাই
ভেসে যেতে দেখি অমোঘ প্রার্থনাকে
আমি চ'লে যাই চ'লে যাই চ'লে যাই।

তখন যাবো

যখন যাবো তখন তুমি নেই।
শুধু তুমিই। ধুলো বালির পথ
পাথর টিলা সমুদ্র পর্বত
তেমনি, যেমন দেখেছিলাম সেই।

যখন যাবো তখন তুমি নেই।
শুধু তুমিই। টুকরো ভালবাসা
পাঁজর ভাঙা কয়েকটি তামাশা
তেমনি কাঁপায় শীর্ণ স্মৃতিকেই।

তেমনি নদী উৎস অভিমুখে
উথাল পাথাল অন্ধ বধির হাওয়া
শাঙন ঘন সুদূর পথ চাওয়া
তেমনি মেঘে নিবিড়তম দুখে

ছড়ায় মায়া বিশ্ব চরাচর
জড়ায় পায়ে পথে ব্যথার মতো
আমার ভাঙা নষ্ট মলিন ব্রত
জীর্ণ আলোয় আবেগে মন্থর।

তখন যাবো যখন চ'লে যায়
সমস্ত জল সমস্ত স্থল তার
বুকের তলের পায়ের নীচে কার
শুধু আকাশ বিদ্যুতে চমকায়।

তখন যাবো তখন যাবে কেউ
জানে না কার আঘাত অপমানে
নিমগ্ন নীল গভীরতম ধ্যানে
চূর্ণ ছিলাম পূর্ণ ব্যথাতেও।

গোলাপ প্রতীক

এ ফুল কোথায় পেলে, ফুল এখানে পাবারই কথা না।
এখানে দিগন্ত জুড়ে নিরুদ্ভিদ রুক্ষ ধূ ধূ জমি তীক্ষ্ণ রোদ
পুড়ে যাচ্ছে স্মৃতি ঝাপসা পথ ঘাট, জল নেই
অশ্রুহীন চোখের ভিতর
দগ্ধ বুক বুকের ভিতরে ভালবাসা বিষয়ক কিছু—
তবে কি এ ফুল তুলতে পাপবিদ্ধ কাঁটা দেখেছিলে
রক্ত ভীরু বুকে কোনো পুণ্য কোনো স্পর্শকাতরতা
কিংবা অন্ধকারে অনুভব করেছিলে
কোনো ব্যক্তিগত ভুল?

মাটির ভিতরে মাটি বাতাসে বাতাস আমি
রোদ্দুরে রোদ্দুর
সব অন্ধি সন্ধি লগ্নে সহিষ্ণু ও অসহিষ্ণু
সমস্ত উৎসবে
ফোটাতে চেয়েছি যাকে
ভেঙেছি পৈতৃক ঘরবাড়ি বাস্তুভূমি
রেখেছি দরজায় হাত তোমাদের ভারসাম্যহীন
তোমরা 'গোলাপ গোলাপ'—
অশ্রুহীন চোখের চিৎকারে চেয়ে
আমার দু'চোখ দেখেছিলে।

আমার প্রথম মৃত্যু অসনাক্ত, শেষ মৃত্যু অপমৃত্যু হলে
ফিরে যেও না বন্ধ দেখে ঠাণ্ডা হিম কঠিন দরজা।

হাওয়া

এই হাওয়া এই তীক্ষ্ণ হিমে নীল হাওয়া
ফালি ফালি ক'রে গেছে আমাদের যাবতীয় মেধা
আমাদের তাবৎ প্রতিভা

এই হাওয়া এই তীক্ষ্ণ হিমে নীল হাওয়া
বিচূর্ণ করেছে শাদা পাথরের সিঁড়ি ও খিলান
তোমার লাবণ্য চিরে শুষেছে সুন্দর।

ঝরেছে অনন্ত ফুল পাতা পরমায়ু প্রেম ক্ষমা।

তুমি জানো। সে জানে না তোমার নির্জনতম নাম।

লাভ নেই

এমন বেদনা কে চেয়েছে জানি না তো
পেতেছে করতল কে যে
ব্যাকুল জোনাকিরা খুঁড়েছে ভীরু রাতও
গিয়েছে শুধু চোখ ভিজে

কে শুধু ভালবাসা স্বপ্নে রেখেছিল
রেখেও ছিল জাগরণে
শ্রাবণ মেঘে মেঘে কেবলই দেখেছিল
বৃষ্টি ধারা বনে বনে

এমন সুখী হতে কেন যে আসা তার
এমন কাহিনীও আঁকা
মানায় কখনো কি দু'চোখে শুধু যার
শূন্যে ভীরু পথ বাঁকা

ফিরেই যাবে যদি পেলে না করতলে
পেলে না আজীবন কিছু
এমন হাসি মুখে দু'চোখে এত জল
তাকিয়ে লাভ নেই পিছু।

পরিত্রাণ

আস্তে আস্তে ভুলে যাব কবিতা লেখার কথা
যেমন প্রায়ই ভুলে থাকি
আমার আশ্চর্য ছোট গ্রাম নদী রাজধানীর মত্ত নিধুবনে
ভুলে থাকি কৈশোরের নিভৃত বেদনাগুলি
স্বচ্ছ নীল কান্নার মতন।
কবিতার লেখার কথা ভুলে যাব কবিতার লেখার কথা
ভুলে যেতে চাই
শব্দের যন্ত্রণা থেকে শব্দের আকাঙ্ক্ষা থেকে
মুক্তি চাই
পরিত্রাণ
প্রার্থনা আমার।
বাইশ বছর আমি একটি রাত্রির জন্যে বিনিদ্র থেকেছি
নিজস্ব আমার
যে রাত সম্পূর্ণ ক'রে পেতে, আমি
ইচ্ছে মত ঘুমোতে পারিনি
একটি নদীর কাছে নিজস্ব গল্পের কথা বলিনি
বলি না কোনোদিন।
শুধু কবিতার জন্যে শুধু কবিতার জন্যে দীর্ঘদিন কত রক্তপাত!
আর নয়, এরপর দেরি করলে
সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে
নিষ্ঠুর নিয়তি এসে গ্রাস করতে পারে; তাই
যেতে দাও, দয়া করো, মনে রাখব
একদিন কথা ছিল কবিতা লেখার।

ঝড়ে জলে

ঝড় এসেছিল বৃষ্টি এসেছিল, তাই
এত ভাঙাচোরা ভেজা, কোথায় দাঁড়াই
চতুর্দিকে ছেঁড়া পাতা মরা ঘাস বালি
গাছের কঙ্কালে প্রেতায়িত করতালি

কী নিয়ে দাঁড়াই এত গাঢ় অন্ধকারে
এত শূন্য পথে পথে ব্যাকুল সংসারে
এত একলা দিন যায় মিছে কাজে, রাত
ছড়াতে ছড়াতে যায় স্মৃতির আঘাত
ঝড় এসেছিল আর বৃষ্টি এসেছিল
আকাশ অথবা মাটি ছিল না এক তিলও।

কেউ কোথাও ছিল না, শুধু হাওয়া
আক্রমণোদ্যত দাবি দাওয়া
জানিয়ে গিয়েছে, তপ্ত বৃষ্টির নখরে
ছিঁড়েছে স্বপ্নের ডানা, উন্মুক্ত প্রান্তরে
দু'বাহুর আর্তনাদে বালকের মতো
দুঃখের প্রলয়ে ভেসে গেছি অবিরত
তখনো তোমার নাম নিয়েছি হে প্রিয়
ছিলে না শ্রবণহীন তুমিও তুমিও।

ভুল

কার ভুলে যে এমন হলো কার ভুলে যে হয়
উইয়ের বাসা ফণিমনসা সখের বাগানময়
দরজা খোলা জানলা খোলা ধুলোবালির মেঝে
কে যেন নেই কে যেন নেই কোনখানে আজ সে যে
কেউ জানে না, জীর্ণ দেওয়াল শুকনো হলুদ পাতা
তুমুল হাওয়ায় কাঁপতে থাকে ঝাউয়ের বুড়ো মাথা
সমস্ত দিন পোকা মাকড় সমস্ত দিন পাখি
সমস্ত রাত ইঁদুর পেঁচা বাদুড় আছে নাকি?
কী আছে আর? ধুলোয় চোখের জল আছে? আর স্মৃতি?
দুমড়ানো এই গল্পে আছে নিয়ম কানুন রীতি?
কার ভুলে মুড়োল ন'টে এমন হলো আজ
টুকরো হল বুকের তলে নিপুণ কারুকাজ।
পড়ে রইল সাত মহল, পড়ে রইল কেউ?
সাত সমুদ্র তেরো নদী উথাল পাতাল ঢেউ।

কেলাতির পাষাণ চত্তরে

ওভাবে পিছনে ফেলে চেনা গ্রাম প্রাত্যহিক স্বজন ও সঙ্গিনী বান্ধব
অচেনা চড়াই ভেঙে চত্তরে তোমার
না দাঁড়ালে সত্যি কতো কি যে হারাতাম
সত্যি কতো কি যে ছিল বহুদূর দেখার এখানে।
না, সে রকম কিছু অপার্থিব যাদু নয়, যাতে
ছুঁতে না ছুঁতেই নদী ঘাড় বেঁকিয়ে উল্টোমুখে যায়
পত্র ও পল্লবে ছায় সহসা নিষ্পত্র ডালপালা
নির্মেঘ আকাশ ফুঁড়ে বৃষ্টি, খর রোদ্দুরে ছায়ার বাজি
হাত বাড়িয়ে নিয়ে আসা
দুঃখিনী বাঙলার মাঠে কাশ্মীরের চেরীকে নিমেষে।
তার চেয়ে ঢের বেশি
এইসব সংস্কৃত ছৌ নৃত্য
মাননীয় মানব সমাজে
অগুরু গন্ধের সন্ধ্যা, গুরুমুখী নকল ধার্মিক, ধড়া চূড়া
অন্ধ গ্রাম পঙ্গু পথ চতুর শহর ধূর্ত রাজধানী
উদ্দীপ্ত সভ্যতা
মারী ও মড়ক মৃত্যু বেকারত্ব উনত্রিশ-অনূঢ়া-দগ্ধ পিতা
দুরন্ত প্রগতিবাদী সাহেবের
অন্ধকারে পরিত্যক্তা বধির জননী
কৃত্রিম গো-প্রজনন, কৃষি সমবায়, কৃষ্টি কলাকেন্দ্র
আরোগ্য ভবন
দ্রুত পরিসরে জাগে, ভাঙে সংস্কার
শৌখিন রুদ্রাক্ষ রুক্ষ রূঢ় নিষ্করুণ বুকে বাণিজ্য বাড়ায়
পবিত্র মানুষধর্মী মনীষা মহিমময় গদ্য পদ্য সৃষ্টি ক'রে চলে
শিশু যায় পুত্র যায় প্রতিশ্রুত যুবা যায়
অলৌকিক অমোঘ ভাইরাসে

তোমার চত্তরে এই তামস বেলায় বহু দূর দেখা যায়।

মূর্তি

আমাকে একবার ডাকলে অন্য কেউ শুনে ফেলবে বলে
চুপ করে চেয়ে আছ শাদা পাথরের একা মেয়ে।
কেন এত একা তুমি? আমরা তো আর একটু হলে
বাড়ি ফিরে চলে যাবো। সারারাত শিশিরের স্নেহে

তুমি কেন একা একা ভিজে যাবে? আমি কি ও দাহ
কখনো এ বুকে টেনে নিতে পারি; আমি সে রকম
প্রবাদ পুরুষ নই, প্রেমিকও কি? আমার উৎসাহ
পাথরের ওষ্ঠপুটে, যদি ডাকো, তাহলে প্রথম

পৃথিবীকে বলে যাব, তুমি বৃথা পাতা ঝরানোতে
ব্যস্ত ও বিরক্ত, বৃথা নিরঞ্জন মৃত্যুর রেখায়
আকাশ ভরার চেষ্টা, কি আর ফুরিয়ে যাবে ওতে?
সন্ন্যাসী বাতাস কেন ঘরে ঢোকে ও মোম নেভায়!

একটি পুরনো কবিতা

বহু বিনিদ্র রজনী তো আমি ব'সে আছি বুড়ো জানালায়
ঠা ঠা রোদ্দুরে মধুমালতির ছায়াতে বসেছি অকারণ
বুকের বেয়াড়া কলরোলে ভাবি, কে এলো, কে এলো, সে কি যায়!
খুবই কাছে তবু বহু দূরে যেন একতারা বাজে ভোলামন।

বহু বৃষ্টিতে ভিজেছি শীতের হাজার চাবুকে পোড়া পিঠ
শিরা ওঠা হাত ঝড়ে জলে ক্রোধে টেনেছে ব্যাকুল কালো দাঁড়
শরণাগতির মৌল লবণে পুজো দিয়ে গেছি ঠিক ঠিক
দেখেছি কখনো কখনো, জল কি? পাথরের মতো চোখে তাঁর?

এখনো অনেকে কড়া নাড়ে, বলে, বাদলদা নাকি এসেছেন?
অতি সবিনয়ে নীরবে দাঁড়াই। আমার তো কিছু মনে নেই!
বুড়ো লতাগাছ গম্ভীর ঝাউ চুপচাপ যেন বীঠোফেন
এত মেঘ এত ব্যাকুল বৃষ্টি ভাসাবে কি তবে আমাকেই।

আমি তো জানি না কী ক'রে শুকোয় কচি মুখ কেন রুখু চুল
আমি তো জানি না কেন ভেসে যায় প্রতিশ্রুতি ও প্রিয় সে
জানি না কী ক'রে পাঁজর গুঁড়িয়ে চলে যায় স্মরণীয় ভুল
ফুটে ওঠে শুধু শাদা কাশ চির শ্মশানের মাঠে সহজে।

বহুদিন সারা দুপুর একলা একলা কেন যে চমকাই
বহুরাত নীল আকাশের নীচে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলি নিজেকে
জল পড়ে আর পাতা নড়ে আর জল পড়ে আর ভয় পাই
ধূ ধূ শাদা পথে মাথা নিচু ওই রোদে যায় জলে ভিজে কে!

ছল

তুমিই তাহলে দুঃখ? তুমিই তাহলে
নিঃশব্দে কখন ছেয়ে ফেল ছলে বলে
আমার সমস্ত মন আমার সমস্ত অঙ্গীকার
দুঃখ, তুমি ভেঙে দাও ছিন্নমূল আমার সত্তার
টুকরোগুলি, দুঃখ তুমি গ্রহণে বর্জনে
হাজার তারার মতো জ্বলো মনে মনে
শুশ্রূষার হাত রাখো শিকড়ে কঙ্কালে
লঘু পায়ে নেমে আসো বন্ধুত্বের ছলে!

সে

সে আমার কেউ নয় শুধু পথে দেখা হয়েছিল
পৃথিবীতে কোনদিন, কোনখানে মনেই পড়ে না।
শুধু তার সঙ্গে নয়, আরো ঢের পশু ও মানুষ
দিন ও রাত্রির ঢেউ ধুলো বালি বিমূঢ় উদ্ভিদ
অনেক দাঁত ও নখ জিভ লোম থাবা টাবা ছিল
করোটি কঙ্কাল ছিল বিদ্ধপিঠ ঝলসানো উরুও
শীত ছিল দাউ দাউ আগুন ছিল ঘৃতাহুতি ছিল।

সে এ সমস্ত ভিড়ে একবার শুধু চোখে চোখ রেখেছিল।

মানুষ তো স্মৃতিভুক মানুষ তো ক্রমাগত তামসী নদীর
কাছে যায় স্নান করে গান গায় তারপর অন্ধকার জলে
স্বপ্নের প্রাসাদ খোঁজে সিঁড়ি খোঁজে দিশেহারা হয়।
তবে কেন সে আমার সমস্ত সত্তার দিকে চায়?
আমি ত্বক রক্ত মাংস ঘিলু বিক্রি করি সারাদিন
চিত্রিত করোটি হাতে ক্রীয়মান পূর্ব সংস্কার
সে কেন আমার পায়ে পথে ঘোরে পথে পথে ঘোরে?
আমার মাথায় রাখে ভোরবেলা ব্যথার বালিশ?

সে আমার কেউ নয় আমি তাকে চিনি না জননী
আমি কোনদিন তাকে ডাকিনি সে নিজেই এসেছে।
তাকেও দিয়েছি খেতে হাড় পাঁজর কাম ক্রোধ ভয়
আঘাত ও অপমান, শুয়েছে সে অকূল পাথারে
বাজিয়েছে চেয়ে নিয়ে মারাত্মক আত্মার বেহালা।

সবাই ফিরেছে মা গো সে ফেরেনি চলে গেল বেলা।

গয়নার নৌকো

এবার বদলাতে হবে, বদলে নেব
আঙ্গিক কৌশলে।
বলতে হবে গলায় গলা মিলিয়ে এখন।
দিন বদলে গেছে।

কিন্তু ছলে আর বলে
প্রতিষ্ঠাপুরের দিকে এগোনোর কথা
চামড়ার ভিতরে তপ্ত রক্তের মতন
স্বপ্নে জাগরণে থাকা চাই।

এবার বদলাতে হবে, বদলে নেব
আপাদমস্তক রাগী লড়াকু নির্ভয়
হতে হবে।
খেলনা বন্দুকের
মতো বেপরোয়া শব্দ ফাটাতে ফাটাতে

লুঠ করতে হবে একশো আশিটি অন্তত
করতালি।

বদলে নেব, আস্তে আস্তে বদলে বদলে নেব।
দিনকাল পাল্টেছে।
ছন্দ ভেঙেচুড়ে দুমড়ে
নিষ্ঠুর গদ্যের ঘোলাজলে
নিশ্চিন্তে ভাসাবো স্থির বিষয়ের
গয়নার নৌকোটি।

ঝাঁটিপাহাড়ী

আমি কি এখানে ভুলে নেমে গেছি
কিংবা কেউ নামিয়ে দিয়েছে?

চারপাশে ধূ ধূ মাঠ মাঝে মাঝে শাদা
চারপাশে শুধু নীল মাঝে মাঝে ঢেউ
পাতা মাড়ানোর শব্দে
নির্জনতা নড়ে চড়ে বসে
বুক খোলা পুকুরে রুগ্ন মুখ পোড়া বকের
অচঞ্চল বসে থাকা।
ঘণ্টা বাজে
ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ড
তাজা চকখড়ির দাগে ভ'রে ওঠে
সহসা বাতাস
ধানের চালের গন্ধে ভারি হয়।

আমি কি এখানে
এমনি গিয়েছি নেমে যেতে যেতে?
কোথায় যাবার কথা ছিল।
ট্রেন নেই।
চারপাশে শুধু নীল মাঝে মাঝে ঢেউ।
অন্তর্নিহিত শব্দ হলো।
জীবন কি শিকড় ছড়ালো!

যারা লেখায়

একদিন ভোর হবে এ বিশ্বাস কিছুতে ভাঙে না।
কাকে আমি শোনাবো এ গান
এই স্বপ্ন বেদনার আর্ত কথকতা।
তুমি কেন স্তব্ধ হলে নদী
কেন অচঞ্চল হলে দিগন্ত রেখার বনভূমি
কেন তুমি কাঁপলে কাঁটালতা?

মানুষ উদ্যম নিয়ে ছোটে
মানুষ তাকায় না
ব্যস্ত পৃথিবী জটিল অন্ধকারে।
কেন চরাচর ভেঙে মেঘ, তুমি ছেয়েছ আকাশ
বৃষ্টি, তুমি ঝাপসা ক'রে চারদিকে নেমেছো?

পরিত্যক্ত গ্রাম, তুমি? তুমি লিখতে বলো?
তুমি লিখতে বলো শিরা শিকড় ও জননী?
লিখতে বলো কেলাতির আগ্নেয় পাথর?

শান্তি

সে কি ফিরে আসতে পারে? আবার কি দেখা হতে পারে?

কতোবার মেঘ করল, বৃষ্টি ঝরল, দিগন্ত ছলকানো
আঁধিতে চমকাল সব, বুড়ো বুড়ো বাদাম সেগুন
সবুজ চাদর মুড়ল খুলে ফেলল বাগানে আচ্ছন্ন কাঁটালতা।

সে কি মনে রাখতে পারে? সে কি বুঝতে পারে এ বেদনা?
এমন ধূসর গাঢ় অভিমান এমন পাঁজর ভাঙা বাঁক
এমন দুর্বোধ্য নীল অশ্রুহীন চোখের শুশ্রূষা?

জল কি কেবলই জল, রক্ত শুধু রক্ত? চোখে মুখে
রোদ্দুর বৃষ্টির নখরেখা, পিঠে শীতের চাবুক ঢাকা দিতে
অসমর্থ বল্কলের জামা।

তুমি কেবলই দাঁড়িয়ে রইলে একা
কেবলই তাকিয়ে রইলে জলে ঝড়ে ভিড়ে কোলাহলে

সে কি ফিরে আসতে পারে, সে কি ফিরে আসতে জানে? তবে?

রাত্রিসূক্ত

আলতা লাল রাস্তা ছিল, রাস্তার দু'পাশে কত গাছ
মায়াবীর মতো শান্ত অচঞ্চল, জ্যোৎস্নার চন্দনে
সুগন্ধী বাগান হেসে অভ্যর্থনা জানাত কেমন
দ্রুত অপসৃয়মান শাদা শাদা সিঁড়িগুলি জলের জলায়
আকাশ উপুড় করা বৃষ্টি ঢেকে দিত কথাগুলি
চতুর কর্কশ ধূর্ত মানবীয় অপরাহ্ন ভেসে যেতে আমাদের পাশে।

জেগে থাকত তরুলতা জেগে থাকত প্রান্তরের ঘাস
মুখ গুঁজে শুয়ে থাকা কালো শাদা অনড় পাথর
চঞ্চল রক্তের স্রোতে রাত্রির সমস্ত নক্ষত্রেরা
ভেসে যেত মৃত্যুনীল আর তার ওষ্ঠের প্রার্থনা
আমাকে হোমাগ্নি করে জ্বেলে দিত, কোটি কোটি ওঁ
অশ্রুকম্প পুলকের স্বেদ সিক্ত করে যেত ছাব্বিশ বছর।

মিথ্যা

আমরা শুনেছি, স্পষ্ট বলেছেন, শুনেছে আমার ছোট মেয়ে
মাধবীলতারও কানে গেছে, যেন বলে আজো ঝাঁকড়া মাথা ঝাউ
বিষণ্ণ বাতাসে, পড়ে, মনে পড়ে ধুলো আর বালির বাগানে
তাঁর স্পষ্ট অঙ্গীকার, তাঁর কথা। মিথ্যা কথা? সে কি?
মিথ্যা এত সুন্দরের বর্ণে গন্ধে ফুটে উঠতে পারে?

মিথ্যা এত আনন্দের শব্দে স্পর্শে জ্বলে উঠতে পারে?

পারে। তাই সরলতা চুরি হয়ে যায়। তাই কারো
ব্যাকুলতা নষ্ট হয়ে যায় আর সে নিজেকে বিশ্বাস করে না।

টুকরো হয়ে যাওয়া মনে মেঘে মেঘে অন্ধকার হাওয়া
আর হাহাকার আর পাঁজর গুঁড়িয়ে বৃষ্টি বিদীর্ণ সংসারে।

আমরা শুনেছি স্পষ্ট বলেছেন চলে যেতে যেতে ও সুন্দর
মায়াময় মিথ্যা ঃ আমি মানুষের মতো না মতো না।
তবে কার মতো? নরঘাতকও সন্তানে দেয় স্নেহ।
তুমি টুকরো ক'রে গেছ বিশ্বাসপ্রবণ ভালবাসা।

অগ্নিসাক্ষী লতাপাতা অগ্নিসাক্ষী তৃণগুল্ম পাখি
স্বপ্নের পিপাসা আর অন্ধকার কষ্টের সংসার
আকণ্ঠ-ব্যথিত একটি প্রায় জীর্ণ সরল পৃথিবী।

প্রেম

এই যে সকাল থেকে পথে পথে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
এত বেলা হল, মুখে ক্ষয়ক্ষতিচিহ্ন চোখে কালি
দুঃখকষ্টস্ফীত শিরা শীর্ণ হাতে, রক্তের নূপুরে
ক্লান্তির করুণ ছন্দ পায়ে পথে ধুলো আর বালি

এ সব প্রেমের জন্য, হে জীবন, এ শুধু তোমাকে ভালবেসে।

এই আত্মঘাতী বেলা জন্মমৃত্যু নকসা আঁকা বেলা
আকাশ মৃত্তিকা ছুঁয়ে ফোটায় ঝরায় যে গোলাপ
অলৌকিক আলো আর অন্ধকারে এই যে প্রচ্ছন্ন ছেলেখেলা
সমস্ত অস্তিত্ব মুচড়ে নিয়ে আসে অন্ধমনস্তাপ

এ সব প্রেমের জন্য, হে জীবন, এ শুধু তোমাকে ভালবেসে।

এত ক্ষয় এত ক্ষতি এত মৃত্যু অবিশ্বাস ধুলো বালি ছাই
হলুদ পাতার শুকনো উড়ে যাওয়া ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে যাওয়া
তবু শুভ্র পিপাসার প্রকীর্ণ প্রাণের পুঞ্জে প্রেমের সানাই
চিরবিরহের শ্লোকে অন্ধকারে তোমাকেই ফিরে ফিরে পাওয়া।

হে প্রেম, তোমার জন্য, হে জীবন, সমস্ত আমাকে টুকরো করে।

দেখা হল

মুখোমুখি দেখা হল শুশ্রূষাবিহীন দগ্ধ দিনে।

ভেবেছিলে শুধু নিচু মেঘ ভেবেছিলে এলোমেলো হাওয়া
জটিল ছায়ার তলে দিন দিনের কিনারে কালো জলে
বেলা যাবে বেলাটুকু যাবে।
মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

ও মুখে কি লেখা আছে সব?
আমি সব ভাষা তো বুঝি না।
দেখেছি কেবল দুটি চোখ চোখের গভীরে বারোমাস
আমার জন্মের অবিরাম
ভেসে ভেসে যাওয়া।

তবু মুখোমুখি দেখা হল শুশ্রূষাবিহীন দগ্ধ দিনে।

রাজকন্যা

এ পৃথিবী একবার পায় তারে। তারপর শ্লোকোত্তরা জলে
পাথরে আগ্নেয় মেঘে অবিশ্বাস্য আকাশে আকাশে
আমরা আতুর হয়ে খুঁজে ফিরি। প্রাচীন বল্কলে
সে ঢাকে শরীর তার সবুজ পাতায় ফুলে ঘাসে।

আমরা কি খুঁজে ফিরি? কারা খুঁজি? আমি কি তাদের
শুধুই একজন? খুব চুপি চুপি চলে যেতে যেতে অকস্মাৎ
পাশের কামরাঙা ডালে নামহীন পাখিটি যে এর
মানে বলল, তাই ঠিক। আমাদের এতই তফাৎ!

আমার যে মনে পড়ে অফুরন্ত শাদা সিঁড়ি অজস্র জটিল গোল থাম
ঝলসানো বর্শার ফলা বুড়ো মেহগিনী ছায়া সোনার নূপুর
জলবিম্ব কার্নিশের সুদূরে হাওয়ার চুল, মনে পড়ে নাম
স্পষ্ট মনে পড়ে উষ্ণ কোমল পাথরে ওষ্ঠে গলিত দুপুর।

পৃথিবী যে ভালবাসে, পৃথিবী যে তাকে খুব ভালবাসে, কেহ
সে কথা কি জানে না যে সে এমন ব্যাঞ্জনাবিহীন কোলাহলে
বিলিয়ে দিয়েছে তার কোটি কোটি প্রার্থনার পিপাসার দেহ?

এ পৃথিবী একবার পায় তারে : একজন বার বার দু'চোখের জলে।

কবিতার কাছাকাছি একা

কবিতার কাছাকাছি একা চ'লে আসি ক্রমাগত।

পিছনে মিলিয়ে যায় প'ড়ে থাকে জীবনের ছায়া
রোদ্দুরে বৃষ্টিতে দীর্ণ বারোমাস দুঃখ ভুল স্মৃতি
প'ড়ে থাকে নদীতীরে আকাশে বিদ্যুতে জলে ঝড়ে
প্রান্তরে হলুদ পাতা শুকনো ঘাস ধুলো আর বালি
নষ্ট প্রতিজ্ঞার মতো কারা যায় কারা ফিরে আসে
ভ্রষ্ট শপথের মতো কারা দীর্ঘ ছায়া ফেলে কেবলই মিলায়
সমস্ত অস্পষ্ট আজ
আমি দ্বিধাগ্রস্ত একা একা
কবিতার কাছাকাছি চলে আসি খুব সঙ্গোপনে।
মনে পড়ে
স্বপ্নে জাগরণে এক প্রায় জীর্ণ ছেলেবেলা গ্রাম
খামের চিঠির মতো বয়ঃসন্ধি রক্ত লবণাক্ত দীপ্ত দিন।
রহস্যে রচিত রেবা
যৌবনের রাজধানী গল্পের শহর
ছায়াচ্ছন্ন করিডোর আশুতোষ দ্বারভাঙা বিল্ডিংস
জ্বরের ঘোরের মতো অলৌকিক গদ্যপদ্যময় নষ্ট দিন
এখনো জটিল স্বপ্নে মনে পড়ে তাঁকে
তিনি কবি ও আমার
দ্বিধাহীন নির্ভরতা অনিঃশেষ ব্যথার বিগ্রহ
সম্পন্ন শিল্পের শস্য শিহরিত মাঠে মাঠে
হেঁটে যাই, কতদূর যাবো?

আমাকে কে বলেছিল স্ত্রী নির্ভর কবি, কে আমাকে
গ্রাম্য বলেছিল, কারা সম্মেলনে আমাকে ডাকেনি

কারা কারা
আমার বাড়ির সামনে রাগী শব্দে কবিতার বেলুন ফাটিয়েছে
নামাবলী গায়ে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে
বিশ্বাসপ্রবণ সরলতা

এমনি অজস্র ব্যথা এমনি আঘাত অপমান
আমাকে অনেকদিন কাতর করেছে, অসহায়
টাল সামলে দাঁড়িয়েছি, অশ্রুবাষ্প আচ্ছন্ন আকাশ
নিচু হয়ে নেমে গেছে শাখা প্রশাখার জটিলতা
ঘন হয়ে গেছে আরো, রক্তমুখী মাটি
আমাকে রেখেছে ধ'রে শুশ্রূষায় সান্ত্বনায়
এ ছাড়া আমার কোন আশ্রয় ছিল না।
ভুবনে আনন্দধারা পৃথিবীর সুনিবিড় মায়া
প্রকৃতির তৃপ্তিহীন ব্যঞ্জনাবিহীন ভালবাসা
জীবনের অনিঃশেষ থরোথরো আকুল আশ্লেষ
আমাকে বিহ্বল ক'রে টেনে নেয়
আমি ক্রমাগত
বেদনায় বেদনায় স্থির হয়ে উঠি আমি আঘাতে আঘাতে
বেজে উঠি আজীবন বেজে উঠি তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে
কবিতার কাছাকাছি একা চ'লে আসি অবিরত।

কবির পৃথিবী

ওই কবি।
চারপাশে ধুলো জীর্ণ ছোঁড়াপাতা ছাই
চারপাশে ক্ষিপ্র রাগী মানুষের ভিড়
মার্ক টু বোয়িং জেট হৃৎপিণ্ডে বেঁধা
ধুতি ও পাঞ্জাবী সামলে ওই কবি অপেক্ষা করছেন।
ওই কবি।
চারপাশে চতুর পথ ধূর্ত ছায়া ধৃষ্য দিনরাত
চারপাশে সন্দিগ্ধ বাতাস, দিগ্বিদিকহীন উল্টো হাওয়া
চারপাশে চৌচির সংসার
অপমানময় দীর্ঘ অন্ধকারে একা
ওই কবি।

রক্তস্ফীত শিরা ওঠা করতলে তবু তাঁর প্রণতি মুদ্রায়
জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যদেব প্রণাম নিচ্ছেন
মানুষ নামক প্রাণী তবু তাঁর অন্ধকার অশ্রুবাষ্পময় বুক থেকে
বিশ্বাসের বীজগুলি খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করছেন
মুগ্ধ মূঢ় বেদনায় পৃথিবীর ত্রাস রক্তলিপ্ত কিশোরের
সঙ্গে একা একা
ওই কবি
কথা বলতে বলতে হাঁটছেন।

দৃষ্টির সম্পাতে তাঁর সুগন্ধ পুষ্পের কুঁড়ি মুকুলিত হচ্ছে পৃথিবীতে।

আশ্রম

ওখানে ঈশ্বর আছে কিনা, আমি তা জানি না।
তবে আমি জানি আছে জলজ ও আগ্নেয় পাথর
অমোঘ বেদনা নিয়ে, ঘিরে রাখা সমস্ত আঙিনা
লতাগুল্ম ঘাস আর গাছেদের আত্মায় কাতর।

আর কিছু শাদা ফুল সারারাত রক্ত মেখে ঘেমে
টুপটাপ টুপটাপ শব্দে ভেঙে দেয় ভোর
সমস্ত তারারা এসে জলাশয়ে ততক্ষণে নেমে
স্বাতী অরুন্ধতী নিয়ে কোলাহলে দারুণ মুখর।

এমনকি একদিন সারারাত তুমুল বৃষ্টিতে
লুকিয়ে দেখেছি, তিনি নির্নিমেষ : ধরিত্রীর শাড়ি
কীভাবে উন্মাদ হাওয়া খুলে দিতে দিতে
ভিজে যাচ্ছে দেখে ব্যগ্র ব্যস্ত তাড়াতাড়ি

ব্যাকুল বাহুতে তাকে আশ্লেষে আশ্লেষে
জড়াচ্ছেন, ছড়াচ্ছেন অজস্র নিবিড় মুগ্ধ শ্লোক
আমার রক্তের স্রোতে। অন্ধকারে আমি অবশেষে
ছিঁড়েছি ওখানে মুক্তিমুখী রক্তপদ্মের কোরক।